ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

(চূড়ান্ত প্রতিবেদন)

২৯ অক্টোবর ২০২৬

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক- গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

কারিগরি সহায়তা

মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মোঃ সহিদুল ইসলাম, *রির্সাচ এসোসিয়েট, ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্ন্যান্স গভর্ন্যান্স, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, *রিসার্চ এসোসিয়েট, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহকারী

ইসরাত রুবাবা তাহসীন, রাইয়ান নাফিজা, আবু রাইহান, ইসমাত জাহান সুইটি, মাজহারুল ইসলাম হৃদয়

প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ:

নির্বাচন-পূর্ব সময়ের ফলাফল: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের ফলাফল: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

অধ্যায় একঃ ভূমিকা **১১**
১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১১
১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য ১৩
১.৩. গবেষণার পরিধি ১৩
১.৪. গবেষণা পদ্ধতি ১৩
১.৪.১. গবেষণার নমুনায়ন ও এলাকা নির্ধারন ১৩
১.৫. তথ্যের উৎস ১৫
১.৫.১. প্রত্যক্ষ তথ্য ১৬
১.৫.২. পরোক্ষ তথ্য ১৭
১.৬. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা ১৭
১.৭. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ১৮
১.৮. গবেষণার সময় ১৮
১.৯. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৮
১.১০. প্রতিবেদনের কাঠামো ১৮
অধ্যায় দুইঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো **১৯**
২.১. প্রাক-নির্বাচনি সময় ২০
২.১.১. ভোটার তালিকা হালনাগাদ ২০
২.১.২. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ২০
২.১.৩. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস ২০
২.১.৪. পোস্টাল ভোট নিবন্ধন ২১
২.১.৫. নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করা ২১
২.১.৬. আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ২১
২.২. নির্বাচনকালীন সময় ২১
২.৩ নির্বাচন-পরবর্তী সময় ২৩
২.৪. উপসংহার ২৩
অধ্যায় তিনঃ প্রাক-নির্বাচনি সময় **২৪**
৩.১. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ২৪
৩.২.১ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংস্কার ২৪
ভোটার তালিকা হালনাগাদ ২৪
৩.২.২. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস ২৭
৩.২.৩. পোস্টাল ভোটিং ২৮
৩.২.৩. পর্যবেক্ষক নিবন্ধন ২৮

৩.২.৫. নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা ৩০
৩.২.৬ মনোনয়নপত্র দাখিল ৩১
৩.২.৭. মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্তকরণ ৩১
৩.২.৮. সকল দল এবং প্রার্থীর সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ৩৩
৩.২.৯. প্রচার ও অপপ্রচার নিয়ন্ত্রণ ৩৩
৩.২.১০ অনুনমোদিত সময়ে নির্বাচনি প্রচারণা ৩৫
৩.২.১১. বৈষম্য হ্রাসে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার, দলীয় মনোনয়ন এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ৩৬
৩.২.১২. নির্বাচনি সমঝোতা, জোট, কোন্দল ও রাজনৈতিক বিভাজন ৩৭
৩.২.১৩. অর্থ, ধর্ম এবং পেশী শক্তির ব্যবহার ৩৮
৩.২.১২. আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ৪০
৩.২.১৩. সরকারি কর্মচারী, নির্বাচন আয়োজনে জড়িত ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা ৪০
৩.২.১৪. গণমাধ্যমের ভূমিকা ৪০
৩.২.১৪.১. সরকারি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা ৪১
৩.৩ উপসংহার ৪২
অধ্যায় চার: নির্বাচনকালীন সময় ৪৩
৪.১. নির্বাচনকালীন সময়: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ৪৩
৪.২. নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় ৪৩
৪.৩. নির্বাচনকালীন সময়: নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচন ফলাফল ৪৪
৪.৪. নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪৪
৪.৫. নির্বাচনের দিনে কেন্দ্রগুলোতে সংঘটিত অনিয়ম ৪৫
৪.৫. নির্বাচন-পরবর্তী অনিয়ম ৪৫
৪.৬. অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের প্রতিক্রিয়া ৪৬
৪.৮. রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ৪৭
৪.৯. উপসংহার ৪৭
অধ্যায় পাঁচ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের চিত্র ৪৮
৫.১. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের দলভিত্তিক পরিচিতি ৪৮
৫.২. নির্বাচনি প্রচারণা ৪৮
৫.২.১. তফসিল ঘোষণা-পূর্ব সময় ৪৮
৫.২.২. তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময় ৪৮
৫.৩. গবেষণাভুক্ত আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন ৫০
৫.৩.১ আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন ৫০
৫.৪.১. তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সংঘাত ও সংঘর্ষ ৫৬
৫.৪.২ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ৫৬
৫.৫. গবেষণাভুক্ত আসনে প্রার্থীদের প্রচারণা ব্যয় ৫৭

৫.৬. গবেষণাভুক্ত আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম ৫৯
৫.৬.১. নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়মের অভিযোগ ও প্রতিকার ৬০
৫.৭. গবেষণাভুক্ত আসনের নির্বাচনি ফলাফল ৬১
৫.৮ নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত..... ৬১
৫.৯. উপসংহার ৬২
অধ্যায় ছয়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য..... ৬৩

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: জেলাভিত্তিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন ১৫
চিত্র ২: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় আসনের (সংখ্যা ও শতাংশ) ১৫
চিত্র ৩: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ১৯
চিত্র ৪: সর্বশেষ তেরটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনভেদে ভোটার সংখ্যা ২৫
চিত্র ৫: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিঙ্গভেদে ভোটার (শতাংশ) ২৬
চিত্র ৬: জাতীয় নির্বাচনের বাজেট (কোটি টাকায়) ৪৪
চিত্র ৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর সংখ্যা ৪৮
চিত্র ৮: প্রার্থীদের প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ না করার হার (শতাংশ) ৪৯
চিত্র ৯: বিভাগভিত্তিক গড় সংঘর্ষ (শতাংশে) ৫৬
চিত্র ১০: প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমার বিপরীতে গড় ব্যয় (টাকায়/ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে) ৫৮
চিত্র ১১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর ব্যয়সীমা অমান্যের হার ও তাদের গড় ব্যয় (ভোটার প্রতি ১০ টাকা ধরে) ৫৯

সারণির তালিকা

সারণি ১: বিভাগভিত্তিক নমুনা ১৪
সারণি ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনি আসনসমূহ ১৫
সারণি ৩: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১৬
সারণি ৪: সর্বশেষ ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ও ভোট পড়ার হার ২৬
সারণি ৫: সর্বশেষ ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয় ২৭
সারণি ৬: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি ২৯
সারণি ৭: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল (গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ) ৩০
সারণি ৮: মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ে প্রাথমিক ফলাফল ৩২
সারণি ৯: রাজনৈতিক দলসমূহের ফেসবুক প্রচারণার ব্যয় ৩৩
সারণি ১০: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ফেসবুক প্রচারণা ব্যয় (দলভিত্তিক) ৩৪
সারণি ১১: রাজনৈতিক দলের ফেসবুক প্রচারণা ব্যয় (রাজনৈতিক দলের পেজভিত্তিক) ৩৪
সারণি ১২: প্রার্থীদের ফেসবুক প্রচারণা ব্যয় (প্রার্থীদের পেজভিত্তিক) ৩৫
সারণি ১৩: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ৭-দলীয় জোটের প্রার্থী সংখ্যা ৩৮
সারণি ১৪: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ১১-দলীয় জোটের প্রার্থী সংখ্যা ৩৮
সারণি ১৫: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য (রাজনৈতিক দল) ৪১
সারণি ১৬: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য (অন্যান্য অংশীজন) ৪২
সারণি ১৭: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়োজিত জনবল ৪৩
সারণি ১৮: নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা (নির্বাচন-পরবর্তী চার দিন) ৪৬
সারণি ১৯: বিভাগভিত্তিক সহিংসতা (নির্বাচন-পরবর্তী চার দিন) ৪৬
সারণি ২০: দলভিত্তিক প্রার্থীদের প্রচারণা সামগ্রীর অপসারন না করার হার (%)* ৪৯
সারণি ২১: আচরণবিধির মোট ৫৮টি বিষয় লঙ্ঘনের দলভিত্তিক প্রার্থীর হার (%) ৫০
সারণি ২২: আচরণবিধির ধরণ অনুসারে তা লঙ্ঘনের দলভিত্তিক প্রার্থীর হার (%) ৫১
সারণি ২৩: প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ৫৬
সারণি ২৪: প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসন) ৫৭
সারণি ২৫: গবেষণাভুক্ত ৪০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম ৫৯
সারণি ২৬: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের দলগত পরিচয় ৬১
সারণি ২৭: নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত: প্রথম ৬দিন ৬১

পরিশিষ্টের তালিকা

পরিশিষ্ট ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের চিত্র ৬৪
পরিশিষ্ট ২: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের খাত অনুযায়ী গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত) ৬৫
পরিশিষ্ট ৩: গবেষণার নমুনায়ন ৬৬

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

আরপিও	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ
ইসি	নির্বাচন কমিশন
ইইউ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
এআই	আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স
টিআইবি	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বিএনপি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
বিটিভি	বাংলাদেশ টেলিভিশন
ভিডিপি	গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সিইসি	প্রধান নির্বাচন কমিশনার
সিসি ক্যামেরা	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) অন্যতম লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্রের জবাবদিহি, তদারকি ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রক্রিয়ার কার্যকরতা নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। এই লক্ষ্য পূরণে টিআইবি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তভিত্তিক অধিপরামর্শ ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ, যার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ও বিশেষকরে সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করা। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২০১১ সালে বিতর্কিতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলসহ নির্বাচনসংক্রান্ত বিবিধ আইন পরিবর্তন করে, এবং দুর্বল নির্বাচন কমিশনের মাধ্যেমে একপাক্ষিকভাবে তিনটি জাতীয় নির্বাচন করে ক্ষমতায় থেকে যায়। ফলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ বন্ধ হয়।সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও আপামর জনসাধারণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, এবং ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

এই প্রেক্ষিতে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন, নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাসহ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে অন্তর্বর্তী সরকার 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' গঠন করে। কমিশনের কিছু সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংশোধন করা হয় এবং ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশে পূর্বেও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিবিধ উদ্যোগ থাকলেও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি, সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের বিষয়গুলো বিতর্কিত থেকেছে। নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি পূর্বেও গবেষণা করেছে। পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়, আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার অব্যাহত প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং' শীর্ষক এই গবেষণায় দেখা যায়, শুরুতে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও, ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচনি কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা বজায় রেখেছেন। ফলে নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, আন্তঃদলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। পূর্বের ন্যায় রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশী, পুরুষতান্ত্রিক ও গরিষ্ঠতান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার শুধু অব্যাহতই রাখেননি, বরং বিশেষ করে অর্থ ও ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য অংশীজনের প্রয়াস ও সক্ষমতা দৃশ্যমান ছিল। তবে, রাজনৈতিক সংঘাত এবং নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা প্রতিরোধে কমিশনের উপর আরোপিত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি।

নির্বাচনি আচরণবিধি মান্য করার অঙ্গিকার করলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সেই অঙ্গিকার রক্ষা করেনি। ৯৯ শতাংশ প্রার্থী আচরণবিধির ৫৮টি বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে একটি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনকে অসহযোগিতার মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনেকের ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ দৃশ্যমান হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থীরা তাদের নির্ধারিত খরচের সীমা অতিক্রমের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। গবেষণার অর্ন্তভুক্ত ৬৮.৬ শতাংশ (১৪৪ জন) প্রার্থী নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন।

অনলাইন ও অফলাইন প্রচরণাসহ নির্বাচনের প্রায় প্রতিটি স্তরে দল এবং প্রার্থীরা আচরণবিধির ব্যাপক লঙ্ঘনসহ বিবিধ অনিয়ম করলেও নির্বাচন কমিশন তা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ফলে নির্বাচনে সকল দল এবং প্রার্থীর জন্য প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র এবং সকল শ্রেণির ভোটারদের জন্য পরিপূর্ণ সম-অধিকারভিত্তিক সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও নিরাপদ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে আচরণবিধি লঙ্ঘন ও বিভিন্ন অনিয়মের যে চিত্র দেখা গেছে, তার ধারাবাহিকতা নির্বাচন দিনেও পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচন দিনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪০টি আসনেই কোনো না কোনো অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। এসব আসন থেকে ৩২টি আসনে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে ২৪টি আসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন।

সার্বিকভাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীরা আচরণবিধি পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করেননি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলেও রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের অনেকের মধ্যে "বিজয়ী হতেই হবে" এই চর্চা অব্যাহত ছিল।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক, রির্সাচ এসোসিয়েট মোঃ সহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম। এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত ৮০ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী ও ছয় জন গবেষণা সহকারীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগ, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিতে আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন পরিসংখ্যানবিদ ও গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (আইএসআরটি) প্রাক্তন অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব। তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ গবেষণায় তথ্য প্রদান ও বিশ্লেষণে যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সার্বিক গবেষণা উপদেষ্টা হিসেবে ও খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই প্রতিবেদনের ওপর পাঠকের পরামর্শ ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক: ভূমিকা

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো একটি অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকরা স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন। বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৯০-এর দশক-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যার অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১১ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার উচ্চ আদালতের রায় অনুসারে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে এবং দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচনের আয়োজন করে যা নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে অন্তরায় হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলো চিহ্নিত করে।[১] এরই ফলশ্রুতিতে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনসহ নির্বাচনের আগে সরকারের পদত্যাগের জন্য আন্দোলন শুরু করে।[২]

এসময় সক্ষতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচনে সুবিধা গ্রহণের জন্য আরপিও সংশোধনসহ[৩] নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন ও বিধি সংশোধন করে এবং নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৪] তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল, পরবর্তীতে দলীয় সরকারের অধীনে বিরোধী দল বিহীন প্রশ্নবিদ্ধ তিনটি জাতীয় নির্বাচন সার্বিকভাবে দেশে কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখায় নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও আয়োজিত নির্বাচনের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।[৫] উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের বিএনপিসহ প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জনের ফলে তা একপাক্ষিক নির্বাচনে পরিণত হয় এবং ১৫৩টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।[৬] ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রশাসনিক পক্ষপাত, বৃহৎ পরিসরে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে সন্দেহ, ভোটের আগের দিন রাতে ভোটকেন্দ্র দখল এবং ব্যালট বাক্স ভরে রাখা এবং ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয়। সার্বিকভাবে ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচন 'রাতের ভোট' হিসেবে আখ্যা পায়।[৭,৮] ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনও প্রধান বিরোধী দলসমূহের অংশগ্রহণ ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় এবং এটিও প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।[৯] এভাবে দফায় দফায় একপাক্ষিক নির্বাচনের ফলে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে প্রধান বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণহীন নির্বাচন এবং রাজনৈতিক বিরোধের কারণে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশে কার্যত কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে ২০২৪ সালের

---

[১] রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল, মনজুরুল ইসলাম, প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/fugwlcur2t, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫।

[২] বিএনপির 'এক দফা' কেন নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের বদলে সরকারের পদত্যাগ, রাকিব হাসনাত, বিবিসি, ১৩ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cx0wpdzezywo, সর্বশেষ প্রবেশ ২ জানুয়ারি ২০২৬।

[৩] আরপিও সংশোধনের খসড়া অনুমোদন, পুরো অসন নয়, অনিয়মের কেন্দ্রগুলোর ভোট বাতিল করা যাবে, প্রথম আলো, ১৮ মে ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন https://www.prothomalo.com/bangladesh/p63o1ioe4c, সর্বশেষ প্রবেশ ২ জানুয়ারি ২০২৬।

[৪] সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাই মুখ্য, ড. ইফতেখারউদ্দিন চৌধুরী, যুগান্তর, ১৯ জুলাই ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.jugantor.com/tp-window/697495, সর্বশেষ প্রবেশ ২ জানুয়ারি ২০২৬।

[৫] তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা যেভাবে বাতিল হয়েছিল, প্রথম আলো, ১০ আগস্ট ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/opinion/column/iz5l3rlpo9, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ মার্চ ২০২৬।

[৬] উত্তাল সময়ে যেভাবে ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন হয়েছিল, বিবিসি, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c973ldzq4gdo, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ এপ্রিল ২০২৬।

[৭] কেমন ছিল 'রাতের ভোট আখ্যা পাওয়া ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচন, মুকিমুল আহসান, বিবিসি, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন https://www.bbc.com/bengali/articles/cd6xln8w89wo, সর্বশেষ প্রবেশ ২ জানুয়ারি ২০২৬।

[৮] সংসদ নির্বাচন ২০১৮: যেভাবে হয়েছিল ৩০শে ডিসেম্বরের নির্বাচন, বিবিসি, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/news-50916704, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ এপ্রিল ২০২৬।

[৯] Election Process Tracking: Full Report, Transparency International Bangladesh (TIB), 2024, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ti-bangladesh.org/images/2024/report/ept/Full-Report-Election-Process-Tracking-bn.pdf?v=1.7 সর্বশেষ প্রবেশ: ১ এপ্রিল ২০২৬।

জুলাই মাসে গণ-অভ্যুত্থানে ফলশ্রুতিতে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে এবং উচ্চ আদালতের রায়ে[১০] বাংলাদেশে আবার অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন ঘটে।[১১]

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ছিল বৈষম্যহীন, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী একটি রাষ্ট্র ও প্রশাসন, এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। যার ধারাবাহিকতায় অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে দুই পর্যায়ে ১১টি বিষয় ও খাতভিত্তিক সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং এসকল খাতে সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তাব করে। প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বিবেচনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলোর ওপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব (কিছু ভিন্নমতসহ) অন্তর্ভুক্ত করে জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করে অন্তর্বর্তী সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো তা স্বাক্ষর এবং বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৪৮টি সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকে গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১২] গণভোট আয়োজনের জন্য পর্যায়ক্রমে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫'[১৩] ও 'গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫'[১৪] জারি করে অর্ন্তবর্তী সরকার। গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং গণপ্রতিনধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ একইসাথে যথাক্রমে জুলাই জাতীয় সনদের উপর গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে ছয়টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে অন্যতম ছিল 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন'।[১৫] এই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা, নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচনি ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকালের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যেমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।[১৬] নির্বাচন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশসহ নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধি সংশোধনের সুপারিশ করে[১৭] এবং ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী যুক্ত করা হয়। আইন ও বিধি সংশোধনের মাধ্যমে কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস, নির্বাচনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিতে বিভিন্ন বিধান যুক্ত করা হয়।

এছাড়া, সাধারণ জনগণ এবং নাগরিক সমাজে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে জনমত গড়ে ওঠে। বিশেষ করে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দাবি, নির্বাচন ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার, সংসদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এবং জাতীয় নির্বাচনে দুর্নীতির প্রভাব বন্ধ করার বিষয়ে শক্তিশালী জনমত তৈরি হয়। একইসাথে রাজনৈতিক দলগুলোতে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের মতামত তৈরি হয়, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নেতৃত্বে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন এবং গ্রহণযোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব হয়।[১৮]

---

[১০]আদালতের রায়ে ফিরলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার, চতুর্দশ সংসদ নির্বাচনে কার্যকর, বিবিসি, ২০ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cd676g6ww9go, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ আগস্ট ২০২৬।

[১১] শেখ হাসিনার পতনের পরে যেভাবে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার, বিবিসি, ৮ আগস্ট ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cvgndne830yo, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ এপ্রিল ২০২৬।

[১২] One and Half Year after the Fall of Authoritarin Government: Expectation and Realities, টিআইবি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7425, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ আগস্ট ২০২৬।

[১৩]জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/59217_55912.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ আগস্ট ২০২৬।

[১৪] গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1580.html, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ আগস্ট ২০২৬।

[১৫] ৫ সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি, সদস্য হিসেবে এলেন যাঁরা, প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/x3eeo5dn0k, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ এপ্রিল ২০২৬।

[১৬] নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে ১৫০ সুপারিশ কমিশনের, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/94cb72197991, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫।

[১৭] নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন, বিস্তারিত দেখুন- Report-election process reform commission, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ এপ্রিল ২০২৬।

[১৮] One Year after the Fall of Authoritarin Government: Expectation and Realities, টিআইবি ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ti-bangladesh.org/en/articles/research/7290, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ আগস্ট ২০২৬।

ইতোপূর্বে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা করেছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক, যেমন প্রার্থীদের আচরণ, নির্বাচনি ব্যয়, প্রশাসনিক ভূমিকা এবং ভোটারদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে টিআইবি। এই পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী-কর্মী-সমর্থক, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা এবং ভোটারসহ সকল অংশীজনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করা। এছাড়া, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন কতটুকু অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সার্বিকভাবে, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনার জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ তা ট্র্যাকিং করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ নির্বাচন এবং নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতে প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা
- নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজন কর্তৃক নির্বাচনি আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালন পর্যালোচনা করা
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণার ব্যয় বিশ্লেষণ করা

১.৩. গবেষণার পরিধি

এ গবেষণায় নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকান্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ সব নির্বাচনি আসন ও কেন্দ্র, রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এবং অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ গবেষণাটি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

১.৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় নির্বাচনি প্রক্রিয়া, আচরণ এবং অনিয়ম বিশ্লেষণের জন্য মিশ্র (mixed-method) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে গুণগত (qualitative) এবং পরিমাণগত (quantitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে নির্বাচনি বাস্তবতার একটি পূর্ণাঙ্গ, সামগ্রিক ও নির্ভরযোগ্য চিত্র উপস্থাপন করা যায়।

১.৪.১. গবেষণার নমুনায়ন ও এলাকা নির্ধারন

গবেষণার নমুনায়ন দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধাপে, দৈবচয়নের ভিত্তিতে মোট ৩০০টি আসন থেকে ৭০টি আসন নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে, ৭০টি নমুনাকে Probability Proportional to Size (PPS) পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। নিম্নে ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো:

প্রথম ধাপ: প্রথমে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি আসনের মধ্যে থেকে ৭০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচনি এলাকার নমুনা নির্ধারণে Cochran[১৯]-এর সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে নমুনা আকার নির্ধারণে ৯৫% কনফিডেন্স লেভেল এবং ১০% ত্রুটির মার্জিন (margin of error) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে

[১৯] Cochran, W. G. (1953). *Sampling techniques*. New York, NY: Wiley; London: Chapman & Hal.

মোট ৩৩টি নির্ধারক ব্যবহার করা হয়েছে।[২০] এসব নির্ধারকের প্রতিটির ফলাফলকে পৃথক p-ভ্যালু হিসেবে ধরে নমুনা নির্ধারণ করলে মোট নমুনার সংখ্যা সর্বনিম্ন ৪৬টি থেকে সর্বোচ্চ ৭৩টির মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ, সর্বনিম্ন ৪৬টি এবং সর্বোচ্চ ৭৩টি আসন নির্বাচন করা হলে গবেষণাটি সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে বিবেচিত হবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে মোট আসনের ৩৯ শতাংশে নির্বাচনের দিন ভোট ক্রয়ের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছিল (বিস্তারিত দেখুন–পরিশিষ্ট ৩)। এটি নির্বাচনের দিনে সংঘটিত অনিয়মগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। এই নির্ধারকের ভিত্তিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং শীর্ষক গবেষণায় নমুনা অনুপাত (p = ০.৩৯) গ্রহণ করা হয়েছে।

Cochran এর সূত্র ব্যবহার করে নমুনা আকার গণনা পদ্ধতি-

$$n = N \times \frac{\left(\frac{(Z^2 \times p \times (1 - p))}{e^2}\right)}{\left(N - 1 + \frac{(Z^2 \times p \times (1 - p))}{e^2}\right)}$$

যেখানে,

- N = মোট আসন (৩০০)
- Z = ১.৯৬ (কনফিডেন্স লেভেল ৯৫% ধরে)
- p = ০.৩৯ (দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৯% আসনে নির্বাচনের দিন ভোট ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়মের অনুপাত)
- e = ১০% (মার্জিন অফ এরর)
- n = ৭০টি (নমুনা আসন)

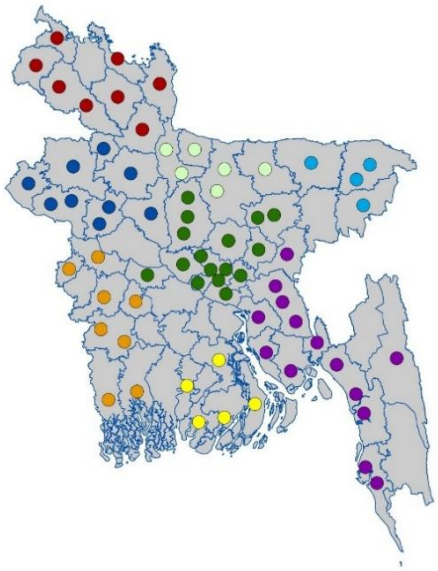
দ্বিতীয় ধাপ: নির্ধারিত নমুনা সংখ্যা পরবর্তীতে Probability Proportional to Size (PPS) পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ধারিত নমুনা সংখ্যা প্রশাসনিক বিভাগগুলোর মোট আসনের অনুপাতে বণ্টন করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের বরাদ্দপ্রাপ্ত আসন থেকে Random Number Generator পদ্ধতি ব্যবহার করে আসন নির্বাচন করা হয়েছে। এই PPS ভিত্তিক নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি সকল প্রশাসনিক বিভাগের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে।

সারণি ১: বিভাগভিত্তিক নমুনা

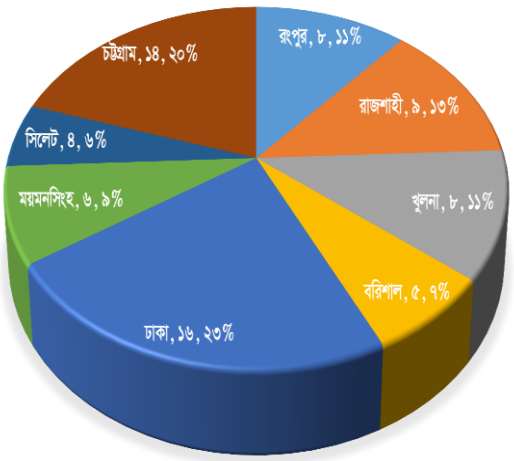
বিভাগ	মোট আসন (N)	PPS অনুপাত ($C = N_n / \Sigma N$)	দৈবচয়ন নমুনার আকার ($n_n = C \times n$)
রংপুর	৩৩	০.১১	৮
রাজশাহী	৩৯	০.১৩	৯
খুলনা	৩৬	০.১২	৮
বরিশাল	২১	০.০৭	৫
ঢাকা	৭০	০.২৩	১৬
ময়মনসিংহ	২৪	০.০৮	৬
সিলেট	১৯	০.০৬	৪
চট্টগ্রাম	৫৮	০.১৯	১৪
মোট	**৩০০**	**১.০০**	**৭০**

[২০] Election Process Tracking: Full Report, Transparency International Bangladesh (TIB), 2024, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ti-bangladesh.org/images/2024/report/ept/Full-Report-Election-Process-Tracking-bn.pdf?v=1.7
সর্বশেষ প্রবেশ: ১ এপ্রিল ২০২৬।

চিত্র ১: জেলাভিত্তিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন



চিত্র ২: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় আসনের (সংখ্যা ও শতাংশ)



এই গবেষণায় আটটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৫১টি জেলার ৭০টি আসন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়

সারণি ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনি আসনসমূহ

ক্রম	বিভাগ	নির্বাচনি আসনের নামসমূহ
১	রংপুর	পঞ্চগড়-১, ঠাকুরগাঁও-৩, দিনাজপুর-৩, দিনাজপুর-৬, লালমনিরহাট-২, রংপুর-৪, কুড়িগ্রাম-৪, গাইবান্ধা-২
২	রাজশাহী	জয়পুরহাট-২, বগুড়া-৬, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩, নওগাঁ-৪, রাজশাহী-২, রাজশাহী-৫, নাটোর-২, নাটোর-৪, সিরাজগঞ্জ-৬
৩	খুলনা	মেহেরপুর-২, কুষ্টিয়া-২, ঝিনাইদহ-২, যশোর-২, যশোর-৫, মাগুরা-২, খুলনা-২, সাতক্ষীরা-২
৪	বরিশাল	বরগুনা-১, পটুয়াখালী-৩, ভোলা-৪, বরিশাল-১, পিরোজপুর-১
৫	ঢাকা	টাঙ্গাইল-১, টাঙ্গাইল-৪, টাঙ্গাইল-৬, কিশোরগঞ্জ-১, কিশোরগঞ্জ-৬, মানিকগঞ্জ-২, মুন্সিগঞ্জ-৩, ঢাকা-৪, ঢাকা-৮, ঢাকা-১০, ঢাকা-১২, ঢাকা-১৯, গাজীপুর-২, নরসিংদী-২, নারায়ণগঞ্জ-১, রাজবাড়ী-১
৬	ময়মনসিংহ	জামালপুর-১, জামালপুর-৫, শেরপুর-২, ময়মনসিংহ-৪, ময়মনসিংহ-১১, নেত্রকোনা-৩
৭	সিলেট	সুনামগঞ্জ-২, সিলেট-১, সিলেট-৫, মৌলভীবাজার-৪
৮	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১, কুমিল্লা-৪, কুমিল্লা-৬, কুমিল্লা-১১, চাঁদপুর-৩, ফেনী-১, নোয়াখালী-১, লক্ষ্মীপুর-১, চট্টগ্রাম-৮, চট্টগ্রাম-১২, চট্টগ্রাম-১৩, কক্সবাজার-১, কক্সবাজার-৩, রাঙ্গামাটি

১.৫. তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৫.১. প্রত্যক্ষ তথ্য

গবেষণাটিতে বিদ্যমান তথ্যের অন্যতম উৎস হচ্ছে মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য। এক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনি কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু তথা নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অবহিত ব্যক্তিদের নিকট হতে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ৩: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরণ	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, প্রার্থীর এজেন্ট, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির সদস্য, সাংবাদিক, ভোটার ও পর্যবেক্ষক
	জরিপ	৭০টি নির্বাচিত আসনের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
	সরাসরি পর্যবেক্ষণ	৭০টি নির্বাচিত আসনের প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন
পরোক্ষ	তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও প্রবন্ধ
	সংবাদ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ	বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় পত্রিকা
	টেলিভিশনের প্রাইম নিউজ পর্যবেক্ষণ	বিটিভি (রাত ৮ টার সংবাদ) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ইউটিউব এবং ফেসবুক) অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় প্রথম দুইটি সংবাদমাধ্যম- যমুনা টিভি এবং সময় টিভি

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ: প্রতিটি নির্বাচিত আসনের প্রধান তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নির্বাচনি কার্যক্রম, প্রচারণার ধরন এবং ভোটের দিনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী নির্ধারণে একাধিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে।

- সক্রিয়, দৃশ্যমান এবং ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারণা পরিচালনাকারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তুলনামূলকভাবে অধিক জনসমর্থন ও জনপ্রিয়তা রয়েছে এমন প্রার্থী
- নিজ নিজ রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এমন ব্যক্তি
- একই রাজনৈতিক দলের একাধিক সম্ভাব্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সম্ভাবনাসম্পন্ন ব্যক্তি
- কোনো রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক সদস্য না হলেও উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন ও সক্রিয় প্রচারণা পরিচালনাকারী স্বতন্ত্র প্রার্থী
- একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত শীর্ষ তিনজন প্রার্থীর মধ্যে যারা বর্তমান নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন

এসকল মানদন্ড অনুযায়ী জয়ের সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রতিটি আসনে শীর্ষ তিনজন প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। এভাবে ৭০টি আসনে প্রতিটি থেকে তিনজন করে মোট ২১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখা হয়। এতে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন প্রার্থী, প্রার্থীর এজেন্ট, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির সদস্য, সাংবাদিক, ভোটার এবং পর্যবেক্ষক। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের নির্বাচন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, আচরণ, অনিয়ম, সংঘর্ষ, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

জরিপ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনের দিনের অনিয়মের ধরন সম্পর্কে জানতে স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের একটি অভিজ্ঞতা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাবেক আমলা, আইনজীবি, ব্যাংকার, সমাজসেবক (অরাজনৈতিক), উদ্যোক্তা এবং শিল্পী। ৭০টি নির্বাচিত আসনে ১ হাজার ৯৮২ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির সাথে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এই জরিপের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, নির্বাচনের স্বচ্ছতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং সার্বিক ভোট পরিবেশ সম্পর্কে পরিমাণগত ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য পাওয়া গেছে।

১.৫.২. পরোক্ষ তথ্য

গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

সংবাদ-মাধ্যম পর্যবেক্ষণ: সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক জাতীয় পত্রিকাসমূহ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

টেলিভিশনে প্রাইম নিউজ পর্যবেক্ষণ: বিটিভি (রাত ৮ টার সংবাদ) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ইউটিউব এবং ফেসবুক) অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় প্রথম দুইটি সংবাদমাধ্যম- যমুনা টিভি এবং সময় টিভি

নির্বাচনি প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশল: নির্বাচনি প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে প্রতিটি আসনে প্রধান তিনজন প্রার্থীর সকল নির্বাচনি প্রচারণা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এজন্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে জনসংযোগ, ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা, পোস্টার ও স্টিকার ছাপানো, মাইকিং, বিজ্ঞাপন ও অনুদান, একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদিন জনসংযোগ (র‍্যালি, মিছিল, শো-ডাউন, উঠান-বৈঠক), জনসংযোগে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, অংশগ্রহণশারীদের জন্য অর্থ বণ্টন, একটি নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনি ক্যাম্প/স্থাপিত অফিসের সংখ্যা, ক্যাম্প/স্থাপিত অফিস তৈরিতে খরচ এবং সেখানে কর্মীদের আপ্যায়নে প্রতিদিন খরচের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রচারণা-সংক্রান্ত ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রার্থীর এজেন্ট, দলীয় নেতা-কর্মী এবং প্রচারণায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে এবং কর্মীদের জন্য ব্যয় সম্পর্কে তথ্য তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচনি এলাকায় একজন প্রার্থী প্রচারণার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান (দোকান, তেলের ডিপো, অফিস, ছাপাখানা, ডেকোরেটর) থেকে ক্রয় করেন তাদের সাথে আলোচনা করে ক্রয়কৃত পণ্যর পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়েছে। যাতায়াত ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রার্থীর প্রচারণায় ব্যবহৃত মোটর সাইকেল, বাস, পিক আপ, প্রাইভেট গাড়িসহ বিবিধ যানবাহনের সংখ্যা, যানবাহনের জন্য তেল খরচসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট আসনের রেন্ট-এ-কার, গাড়ি মালিক, তেলের ডিপো মালিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি প্রচারণার ব্যয় প্রাক্কলনে সর্বনিম্ন হার বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৬. তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা

প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য KoBo ToolBox App এবং গুগল ডকুমেন্টস (Google Docs) এর মাধ্যমে স্মার্ট ফোনের সাহায্যে প্রশ্নপত্র পূরণ করে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যেমে তথ্য-উপাত্ত দ্রুততার সাথে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তথ্যের মান নিশ্চিতে মাঠ পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়নসহ তিন স্তরের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করা হয়েছে যা তথ্যোর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া, গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি গবেষণার ধারণাপত্র প্রস্তুত হতে ফলাফল উপস্থাপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যথা তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্য যাচাইসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। অপরদিকে, পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও গুণগত মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ সার্বক্ষণিক ফোন, অনলাইন মাধ্যম ও ডিজিটাল অ্যাপস (মাইক্রোসফট টিমস, জুম, হোয়াটসঅ্যাপস, গুগল লোকেশন শেয়ারিং ইত্যাদি) ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে

তথ্যসংগ্রহকারীদের কাজ পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। উল্লেখ্য, শতভাগ উত্তরমালা যাচাই করা হয়েছে।

১.৭. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

এ গবেষণায় তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা দূর করা। এক্ষেত্রে, তথ্যদাতাদের সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেলিফোন চেক করা হয়েছে। এরপর Statistical সফটওয়্যার STATA ও SPSS সফটওয়্যার ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে।

১.৮. গবেষণার সময়

আগস্ট ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের প্রাপ্ত তথ্যর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ১৫ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত [২১] সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ ও এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৯. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. দৃশ্যমান ব্যয়: যথাযথ নিরপেক্ষতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার জন্য শুধু দৃশ্যমান ব্যয় (নির্বাচনি প্রচারণার পোস্টার, জনসংযোগ, সভা-সমাবেশ, বৈঠক ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কোনো কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে (যেমন; মনোনয়নের জন্য প্রদত্ত চাঁদা, ভোট ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অর্থ ইত্যাদি) সংগৃহীত তথ্য যাচাই করার সুযোগ না থাকায় এ ধরনের অদৃশ্য ব্যয়ের তথ্য এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

২. ব্যয় প্রাক্কলন: বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনি ব্যয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকায় সর্বনিম্ন হার অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে।

১.১০. প্রতিবেদনের কাঠামো

এ গবেষণা প্রতিবেদন ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও পরিধি, গবেষণার পদ্ধতি, সময় ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাক-নির্বাচনি সময়, চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচনকালীন সময় এবং নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের চিত্র এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

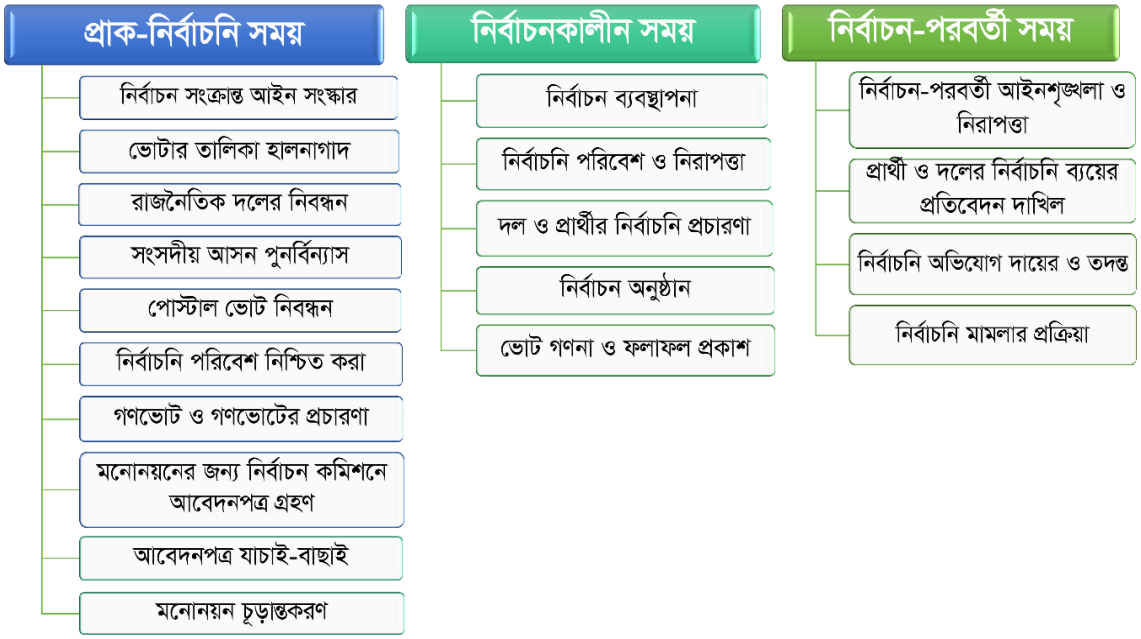
[২১] গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী ১৫ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ ২০২৬ সময়-পরবর্তী কিছু তথ্য গবেষণার প্রয়োজনে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো

বাংলাদেশের নির্বাচন আয়োজনে প্রধান নির্দেশিকা হলো গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২)।[২২] নির্বাচন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতির বিবিধ সংশোধন করা হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে নির্বাচন কমিশন গঠন, নির্বাচন পরিচালনায় রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিয়োগ, তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, প্রার্থীর যোগ্যতা, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, ভোটগ্রহণ পদ্ধতি, ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচনি ব্যয়, প্রচারণা এবং ব্যয়ের হিসাব দাখিল, নির্বাচনকালীন প্রশাসনিক আচরণ, নির্বাচনি বিরোধ নিষ্পত্তি, নির্বাচনি অপরাধ ও দণ্ডবিধান, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালার আলোকে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন আয়োজনে করে।

নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং নির্বাচন আয়োজনের সময় অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের প্রক্রিয়াকে তিনটি প্রধান ধাপে ভাগ করা যায়: (১) প্রাক-নির্বাচনি পর্যায়, (২) নির্বাচনকালীন পর্যায় এবং (৩) নির্বাচন-পরবর্তী পর্যায়। প্রতিটি ধাপে কার্যক্রমগুলো সুনির্দিষ্ট থাকে যা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সম্পন্ন করে। তবে এই প্রক্রিয়ায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনও গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী আলোচনায় নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রযোজ্য আইনি কাঠামোসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ৩: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া



[২২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। (২০২৩)। আইন সংক্রান্ত নথি। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2023-11-12-11-06-03-50860_39704.pdf ,সর্বশেষ প্রবেশ: ১ মে ২০২৬।

২.১. প্রাক-নির্বাচনি সময়

এ গবেষণায় প্রাক-নির্বাচনি বলতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ থেকে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইসহ মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার সময়কে বোঝানো হয়েছে। প্রাক-নির্বাচনি সময়ে সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু, সম-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশ তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সেটি নিশ্চিতের লক্ষ্যে কমিশনের জন্য বিবিধ আইন ও বিধি বিধান রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন (২০২৫), জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন (২০২১), গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২), ও এই আইনের সর্বশেষ সংশোধন এবং এর অধীনে প্রণীত নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, (২০০৮) ও সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা (২০২৫), এবং এসব বিধিমালার সর্বশেষ সংশোধন, এবং পর্যবেক্ষণ নীতিমালা (২০১৭)।

২.১.১. ভোটার তালিকা হালনাগাদ

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হলো ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।[২৩] কমিশনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।[২৪]

২.১.২. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান করে নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮-এর আওতায় এ বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে।[২৫] কয়েক ধাপে আবেদন যাচাই-বাছাই করে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন সম্পন্ন করে নির্বাচন কমিশন।[২৬]

২.১.৩. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস

নির্বাচন কমিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা।[২৭] জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন (সংশোধিত) ২০২১ অনুযায়ী প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করে প্রতিটি আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে।[২৮] যেখানে প্রতিটি আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে এবং সর্বশেষ আদমশুমারি প্রতিবেদনে উল্লিখিত জনসংখ্যার বাস্তব বণ্টনের ভিত্তিতে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি আদমশুমারির পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে।

---

[২৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১৯ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও এসব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

[২৪] চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করলো ইসি, বাংলা ট্রিবিউন, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglatribune.com/national/923405/, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩০ এপ্রিল ২০২৬।

[২৫] নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/03/s3eyObEgEEtilWsFutwwU25xMjLJNOPRf2GiFMDt.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ মার্চ ২০২৬।

[২৬] বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://ecs.gov.bd/political-parties?page=7, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ মে ২০২৬।

[২৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১৯।

[২৮] জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/06/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ এপ্রিল ২০২৬।

২.১.৪. পোস্টাল ভোট নিবন্ধন

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ অনুসারে নির্বাচন কমিশন প্রবাসী ভোটার, সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের কারণে নিজ আসনের বাইরে অবস্থানরত সরকারি কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য নিবন্ধন আহ্বান করে।[২৯] দেশে প্রথমবারের মতো এই তিন ধরনের ভোটার ভোট প্রদনের সুযোগ পায়।

২.১.৫. নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করা

নির্বাচন-পূর্ব পরিবেশ ও নিরাপত্তা একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ প্রক্রিয়ায় সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন অংশীজনের সম্পৃক্ততা থাকে। তবে তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও করণীয় সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে এমন কোনো পৃথক আইন বা স্পষ্ট আইনি নির্দেশনা নেই।[৩০] প্রাক-নির্বাচনি সময়ে নির্বাচনি পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব মূলত সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর হলেও এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের প্রধান অংশীদার হিসেবে সরকার কমিশনের উদ্বেগ ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে সহযোগিতা ও আলোচনা করতে পারে।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সরকারের দায়িত্ব নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সকল দলের অংশগ্রহণের উপযোগী আস্থা সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনকেন্দ্রিক বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব থাকে রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ পর্যবেক্ষণ করা এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্বাচন-পূর্ব কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২.১.৬. আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ

আইন অনুসারে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার।[৩১] তিনি নিজস্ব তদন্ত বা কোনো আপত্তি অনুযায়ী যেকোনো প্রার্থীর আবেদন বাতিল করতে পারেন এবং আবেদনপত্রে অনুল্লেখ্য কোনো খুঁত, যা পরে সংশোধন করা যায়, থাকলে তা গ্রহণ করতে পারেন।[৩২] যাচাই-বাছাইয়ের পর রিটার্নিং কর্মকর্তার পাঠানো তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে তিনি তা প্রকাশ করেন। তবে কোনো আপিল থাকলে আপিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা পরিবর্তন করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন নিতে হয় এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জানাতে হয়। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরের দিন রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি আসন থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকে মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক নয়।

২.২. নির্বাচনকালীন সময়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনকালীন সময় বলতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচনি ফলাফলের গেজেট হওয়া পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। তবে এ গবেষণায় নির্বাচনকালীন সময়ের আওতায় নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনি পরিবেশ ও নিরাপত্তা, দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

[২৯] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ এ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটের (আইটি সাপোর্টেড) মাধ্যমে ভোটদানের জন্য নিবন্ধন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/11/JjPAukrNEqv8M3llPnI2d2rKJXOlIfWH6QkZTAJI.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ মার্চ ২০২৬।

[৩০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১৯ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও এসব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

[৩১] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, ধারা ১২

[৩২] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, ধারা ১৪

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (২০২৫) অনুসারে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে সর্বোত্তম স্থানে ভোট কেন্দ্র স্থাপনসহ এর সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[৩৩] বিশেষকরে, ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তকরণ, কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা (ভোটার অনুসারে কেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন, সরকারি ভবনাদিতে ভোটকেন্দ্র স্থাপন, যাতায়াতের সুবিধা ও অবস্থান ইত্যাদি, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বা প্রার্থীর বাড়ি সংলগ্ন হলে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ইত্যাদি) কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

নির্বাচনি পরিবেশ ও নিরাপত্তা: নির্বাচনকালীন সময় রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা (২০২৫), স্বতন্ত্র প্রার্থী বিধিমালা (২০১১) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশসহ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিবিধ আইন, নীতি ও বিধিমালা মেনে চলতে হয়। নির্বাচনকালীন সহিংসতা বন্ধ, নির্বাচনের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি, নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ নিরপেক্ষ, সম-প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগের বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন নিয়োজিত থাকে। আইন অমান্য করলে প্রার্থী, ব্যক্তি, দল এবং নির্বাচন আয়োজনের জড়িতদের বিরুদ্ধে সাজার বিধান রয়েছে।

দল ও প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২), অনুযায়ী কোনো একজন প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যবস্থা, পরিচালনা অথবা তার সুবিধার জন্য কিংবা নির্বাচনের সাথে জড়িত অথবা প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য ব্যয়িত যে কোনো খরচ অথবা দান, ঋণ, অগ্রিম, আমানত হিসাবে কিংবা ভিন্ন নামে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিশোধিত খরচই নির্বাচনি ব্যয়।[৩৪] কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে যে কোনো নির্বাচনি ব্যয়ও ঐ প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় নির্বাচনি খরচ মেটানোর জন্য অর্থের সম্ভাব্য উৎসগুলোর একটি বিবরণ নির্ধারিত ফরমে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে। এর মধ্যে আত্মীয়-স্বজন বা অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ বা চাঁদা হিসাবে প্রাপ্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। এর সাথে প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা, বার্ষিক আয় ও ব্যয়, এবং আয়কর রিটার্ন এর কাগজপত্র নির্ধারিত ফরমে জমা দিতে হবে।[৩৫] আইন অনুযায়ী একজন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় ওই আসনের মোট ভোটার প্রতি ১০ টাকা হারে কিংবা ২৫ লক্ষ টাকা (যেটা বেশি হয়) এর বেশি হতে পারবে না।[৩৬] আইন অনুযায়ী নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে 'নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করতে হবে[৩৭] এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে নির্বাচন কমিশনকে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।[৩৮]

নির্বাচন অনুষ্ঠান: জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮) (The Conduct of Election Rules, 2008) প্রণয়ন করা হয়, এবং সর্বশেষ ২০২৫ সালে তা সংশোধন করা হয়।[৩৯] এই বিধিমালা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ও সহায়ক ফরম সরবরাহ করে। এই বিধিমালার উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জামানত, মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন প্রক্রিয়া, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা, প্রতীক, ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের ভোট প্রক্রিয়া, ফলাফল গণনার প্রক্রিয়া ও ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ফরম, হলফনামা, নির্বাচনি পিটিশন দাখিলের সময় ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচনকালীন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্যতা বিবেচনায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২) এর ৯১সি বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা (২০২৫), প্রণয়ন করে। এই নীতিমালাতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সংজ্ঞা, আওতা, পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া, পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব, আচরণ, করণীয়, কর্মপদ্ধতি ও নিবন্ধন বাতিলের কারণ

---

[৩৩] জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫, নির্বাচন কমিশন, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/07/O0qpVLmqMl4m3y2MLHAECGjfScvojUkCL5RiHuhB.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ মে ২০২৬।

[৩৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪ক।

[৩৫] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪কক।

[৩৬] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪খ (৩)।

[৩৭] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৯১ক (১)

[৩৮] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৯১খ (১)।

[৩৯] জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮), নির্বাচন কমিশন ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/TOkzksZRqijmCJ14S2iXEtghrsntPITTir9fuGML.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ ২০ আগস্ট ২০২৬

সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে কোনো রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না, এবং কোনো রাজনৈতিক দল বা তার কোনো অঙ্গ-সংগঠনের সাথে কোনোভাবে যুক্ত কেউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক হতে পারবে না। এছাড়া পূর্বে যেসকল পর্যবেক্ষক সংস্থা উদ্দ্যেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রতিবেদন করেছেন তারা নিবন্ধন পাবে না।[৪০]

ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ: নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা (২০০৮) অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ভোট গণনা করবেন এবং তার বিবরণী তৈরি করবেন।[৪১] তারপর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা সব প্রিজাইডিং কর্মকর্তা দ্বারা পাঠানো ভোট গণনার ফলাফল একসাথে করবেন, যা ভোট গণনার একীভূত বিবরণী বলে উল্লেখ করা হবে।[৪২] এরপর রিটার্নিং কর্মকর্তা সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে একটি গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করবেন, যে বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা একই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে পাঠাবেন, এবং নির্বাচন কমিশন বিজয়ী প্রার্থীর নাম গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।[৪৩]

২.৩ নির্বাচন-পরবর্তী সময়

নির্বাচনের পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরাজিত প্রার্থী ও তাদের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধানত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের।

প্রার্থী ও দলের নির্বাচনি ব্যয়ের প্রতিবেদন দাখিল: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২) অনুযায়ী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের সকল রশিদ এবং বিলসহ প্রতিদিন অর্থ পরিশোধের একটি বিবরণী নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর নাম গেজেট আকারে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে হয়।[৪৪] আইন অনুযায়ী পেশকৃত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে বা অন্য কোনো স্থানে রাখতে হবে, যা একশ' টাকা হারে ফি প্রদানসাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, এবং যেকোনো ব্যক্তিকে দরখাস্তে আবেদন এবং নির্ধারিত ফি প্রদানের সাপেক্ষে সরবরাহ করতে হবে।[৪৫] এছাড়া, প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।[৪৬]

নির্বাচনি অভিযোগ ও নিষ্পত্তি: আইন অনুযায়ী একজন দলীয় বা নির্দলীয় ভোটার কোনো অনিয়মের কারণে সংক্ষুব্ধ হলে আইনি প্রতিকার চাওয়ার সুয়োগ রয়েছে। ভোটের দিনের যেকোনো দুর্নীতি,অনিয়ম বা অপরাধ সংঘটনের ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে আইনি প্রতিকার চাইতে হবে। অভিযোগ প্রদান এবং তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে শাস্তি যেমন প্রার্থিতা এবং সংসদ সদস্যপদ বাতিলসহ কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে।[৪৭]

২.৪. উপসংহার

নির্বাচনি প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ বিভিন্ন আইন এবং বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। তবে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নির্বাচন-পূর্ব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণসহ নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি অর্থায়ন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। ফলে নির্বাচনে অর্থের অনৈতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণসহ নির্বাচনি ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কার্যকর পদ্ধতির ঘাটতি বিদ্যমান।

---

[৪০] নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/10/5oABQpyxlU37rbVJ6n48CWvnZBuqubPXq43Xe5uu.pdf।

[৪১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮, বিধি ২৩, ২৪।

[৪২] প্রাগুক্ত, বিধি ২৬।

[৪৩] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৩৯।

[৪৪] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪গ।

[৪৫] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪এএ।

[৪৬] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪ঘ (৩)।

[৪৭] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৭৩।

অধ্যায় তিন: প্রাক-নির্বাচনি সময়

প্রাক-নির্বাচনি সময়ে নির্বাচন কমিশন আইনের আওতায় বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে। এ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক-নির্বাচনি সময়ের কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস, নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করা, নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও মনোনয়ন চূড়ান্ত করা। এছাড়া, প্রাক-নির্বাচনি সময়ের আওতায় অন্যান্য অংশীজন যেমন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা, সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। ২০২৪-এর অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রাক-নির্বাচনি সময় বিবিধ অংশীজনের কার্যক্রম ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.১. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

৩.২.১ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংস্কার

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২)- এর সংশোধনী চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য নতুন সংশোধনীতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- ইভিএম পদ্ধতি বাতিল, যেসব আসনে মাত্র একজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সেসব আসনে 'না' ভোটের বিধান যুক্ত, কোনো নির্বাচনি আসনে অনিয়ম, কারচুপি বা নির্বাচন নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠলে নির্বাচন কমিশনকে পুরো আসনের ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা প্রদান। অন্যদিকে, কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে কিংবা নামমাত্র নগদ অর্থ জমা দিয়ে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়ে গেছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এক শতাংশ সমর্থকের তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার আগে প্রার্থীর নিজস্ব যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ রাখা হয়নি। এছাড়া, ভোটারদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ডিপফেক, মিথ্যা, পক্ষপাতমূলক, অপপ্রচারমূলক, কুৎসা ও মানহানিকর কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে ব্যবহার ও প্রচার বন্ধে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের কার্যকর জবাবদিহির আওতায় আনতে আইনি দুর্বলতা বিদ্যমান।[৪৮]

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২) এর আর্টিক্যাল ৯৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করে, যা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে অধিকতর সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনগুলো হল- প্রবাসী ভোটার, সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের কারণে নিজ আসনের বাইরে অবস্থানরত সরকারি কর্মচারীদের জন্য পোস্টাল ভোটের ব্যবস্থা করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের প্রতিক বরাদ্দের নিমিত্তে প্রতীক তালিকায় নতুন প্রতীক যুক্ত করা।[৪৯]

নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১: নির্বাচনি এলাকার সীমানা সংশ্লিষ্ট দাবি/আপত্তি/সুপারিশ/মতামত সম্বলিত দরখাস্তসমূহের তথ্যাবলি পর্যালোচনা করে এবং শুনানিকালে উপস্থিত তথ্য ও যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ১৬ জেলার মোট ৪৬টি নির্বাচনি আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করে।[৫০]

ভোটার তালিকা হালনাগাদ

বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ইসির ওপর ন্যস্ত করেছে।[৫১] এই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে কমিশন ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন,

---

[৪৮] Representation of the People Order 1972 এর অদিকতর সংশোধন, নির্বাচন কমিশন, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/Jfk3Amhme5vJ0uFsb2hOjFoziwvzzOrVLu339haE.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

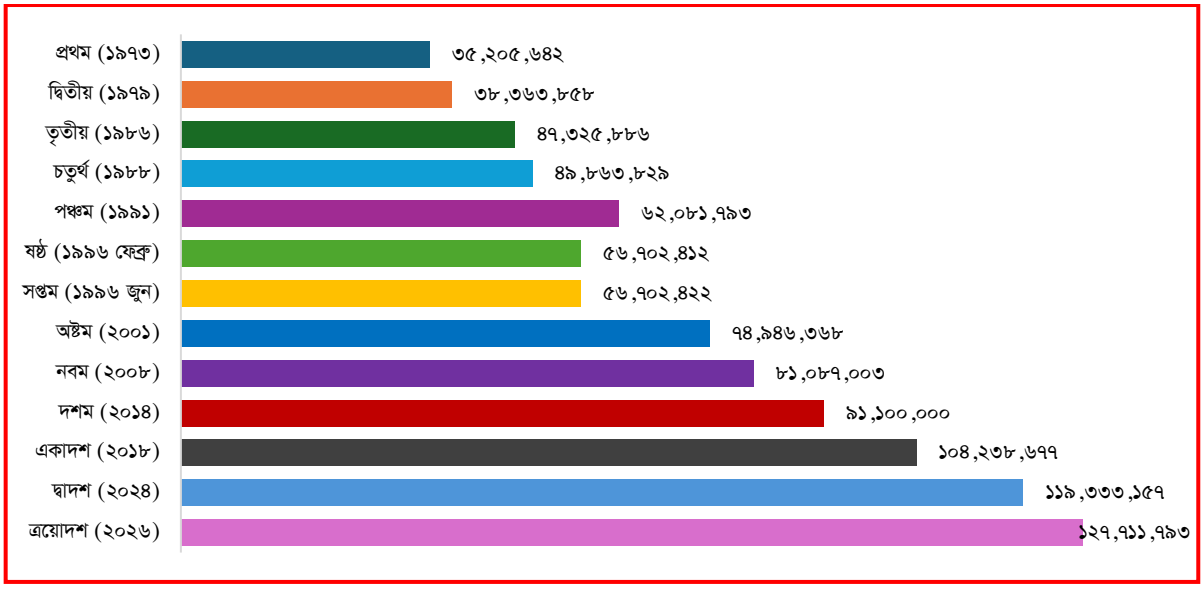
[৪৯] বাংলাদেশ গেজেট, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮ এর অদিকতর সংশোধন, নির্বাচন কমিশন, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/TOkzksZRqijmCJ14S2iXEtghrsntPITTir9fuGML.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[৫০] বাংলাদেশ গেজেট, জাতীয় সংসদের পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনি এলাকার চূড়ান্ত তালিকা ২০২৫, নির্বাচন কমিশন, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2026/01/cbi4ZNS5wJazqYddMKhy5E0hhHawZYW1yjUrAvbR.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[৫১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30555.html, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬।

২০২০ অনুসারে প্রতি বছর তালিকা হালনাগাদ করে এবং সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করে।[৫২] তবে এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে। নির্বাচন কমিশন তিন দফায় তালিকা হালনাগাদ[৫৩] করলেও কিছু নির্বাচনি আসনে অধিক ভোটার মাইগ্রেশন এবং অধিক সংখ্যক নতুন ভোটার যুক্ত হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং কমিশনে অভিযোগ দাখিল করে।[৫৪]

চিত্র ৪: সর্বশেষ তেরটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনভেদে ভোটার সংখ্যা



তথ্যসূত্র: টিআইবি (২০২৪), নির্বাচন কমিশন (২০২৬)[৫৫]

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কার্যক্রম শুরু করে, যা মোট চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়।[৫৬] এই প্রক্রিয়ার আওতায় ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যেসব নাগরিকের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫৭] হালনাগাদের ফলে মোট ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন নতুন ভোটার তালিকায় যুক্ত হয় এবং ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জন মৃত ব্যক্তির নাম তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়। সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী, দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৬১ জন, নারী ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ২৩২ জন।[৫৮] নতুন তালিকা অনুযায়ী, ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে দুই বছরে মোট ৮৩ লাখ ৭৮ হাজার ৬৩৬ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহৎ সংখ্যক বাদপড়া প্রবাসী ভোটারকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণে জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক হওয়ায় ভোটার নিবন্ধন ও মোট ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মতামত প্রদান করলেও নির্বাচন

[৫২] ভোটার তালিকা আইন ২০০৯, ধারা ১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন-http://bdlaws.minlaw.gov.bd, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬।

[৫৩] এবার তিন দফায় ভোটার তালিকা, চূড়ান্ত তালিকা আসবে তফসিলের আগে: ইসি সচিব, টিবিএস, ২৯ জুলাই ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-371076, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[৫৪] বিশেষ বিশেষ এলাকায় অনেক নতুন ভোটার, এটা অস্বাভাবিক: বিএনপি, প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/t5sy26sidz, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[৫৫] নির্বাচনী আসনসমূহ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৬। বিস্তারিত দেখুন- https://ecs.gov.bd/constituency, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ মে ২০২৬।

[৫৬] ভোটার তালিকা হালনাগাদ সংক্রান্ত ইসির ১৬ নির্দেশনা, বিএসএস নিউজ, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bssnews.net/bangla/national/172240, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

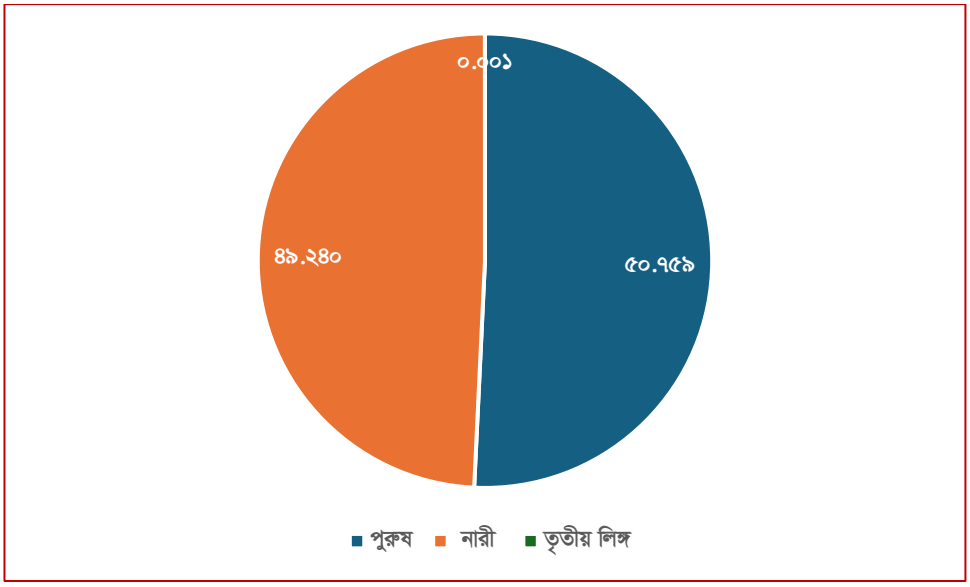
[৫৭] নতুন ভোটার হচ্ছে ৪৫ লাখ, বাদ যাচ্ছে ২১ লাখ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ আগস্ট ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ittefaq.com.bd/746245/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[৫৮] ভোটের হার ৫৯%, জানালেন ইসি কর্মকর্তা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/f7udwqz9vn, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

কমিশনের মতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ, ব্যাপক প্রচার অভিযান পরিচালনা এবং নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টার ফলেই ভোটার সংখ্যার এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।[৫৯]

এছাড়া, ডিজিটাল কাঠামো ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয় পত্র থেকে নির্বাচনের তথ্য ব্যবস্থাপনা করায় রোহিঙ্গারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং নির্বাচনের সময় তাদেরকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি যা ভোটার তালিকা প্রস্তুতের প্রক্রিয়াগত শুদ্ধাচার নিশ্চিতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।[৬০]

চিত্র ৫: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিঙ্গভেদে ভোটার (শতাংশ)



তথ্যসুত্র: নির্বাচন কমিশন (২০২৬)[৬১]

সারণি ৪: সর্বশেষ ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ও ভোট পড়ার হার

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	মোট ভোটার (জন)	ভোট পড়ার হার (শতাংশ)
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০৮)	৮,১০,৮৭,০০৩	৮৭.১৩
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৪)	৯,১১,০০,০০০	৩৯.৫৮
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৮)	১০,৪২,৩৮,৬৭৭	৮০.২
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০২৪)	১১,৯৩,৩৩,১৫৭	৪১.৮[৬২]
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০২৬)	১২,৭৭,১১,৭৯৩	৫৯.৪৪[৬৩]

[৫৯] EC publishes final voter list with around 12.77 crore voters, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www-thedailystar-net.translate.goog/news/bangladesh/elections/news/ec-publishes-final-voter-list-around-1277-crore-voters-4037836?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=sge, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ জুলাই ২০২৬।

[৬০] ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা: বিশেষ এলাকায় 'কঠোর পদক্ষেপ', বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ১ মে ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/51d437ce6f07, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[৬১] নির্বাচনী আসনসমূহ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৬। বিস্তারিত দেখুন- https://ecs.gov.bd/constituency, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ মে ২০২৬।

[৬২] নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪১.৮ শতাংশ: সিইসি, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ৮ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/national-election-2024/news-549451, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[৬৩] জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটে ভোট পড়েছে ৫৯.৪৪ শতাংশ: ইসি, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-3898296, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

৩.২.২. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস

সীমানা পুনর্নির্ধারণের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো নির্বাচনি আসনসমূহের মধ্যে ভোটার সংখ্যায় সমতা নিশ্চিত করা। নির্বাচন কমিশন সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি পৃথক 'টেকনিক্যাল কমিটি' গঠন করে এবং ওই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করে।[৬৪] পার্বত্য এলাকার আসনসমূহ অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং দুই ও তিন আসন বিশিষ্ট জেলার আসন সংখ্যাও অপরিবর্তিত রাখা হয়। শুধুমাত্র যেসব আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, সেসব আসনের ক্ষেত্রেই সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ২০২৫ সালের ৩০ জুলাই প্রাথমিক গেজেট প্রকাশ করা হয়, যেখানে জেলার অভ্যন্তরে আসনগুলোর ভোটার সংখ্যার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ ব্যবধান রাখা হয়।

তবে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ, সংঘর্ষ এবং থানায় হামলার ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন সুপারিশ জানিয়ে মোট ১ হাজার ১৮৫টি দাবি-আপত্তি এবং ৭০৮টি পরামর্শ বা সুপারিশ নির্বাচন কমিশনে জমা পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে জনগণের মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে।[৬৫] পরবর্তীতে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩০০ আসনের সীমানা সংক্রান্ত চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে দ্বাদশ সংসদের ২৬১টি আসনের সীমানা বহাল রাখা হয় এবং ৩৯টি আসনের সীমানায় পরিবর্তন করা হয়।[৬৬] জনগণের আবেদন, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং প্রশাসনিক অখণ্ডতা বিবেচনায় এই পরিবর্তনগুলো করা হয়। এর মধ্যে বাগেরহাটে একটি আসন হ্রাস করা হয় এবং গাজীপুরে একটি আসন বৃদ্ধি করা হয়।

সারণি ৫: সর্বশেষ ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়

নির্বাচন	সীমানা পুনর্বিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়	পুনর্বিন্যাসকৃত আসন সংখ্যা
নবম (২০০৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৩৩টি
দশম (২০১৪)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৪০টি
একাদশ (২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	২৫টি
দ্বাদশ (২০২৪)	প্রশাসনিক ও ভৌগলিক অখণ্ডতা	১০টি
ত্রয়োদশ (২০২৬)	জনগনের আবেদন, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও প্রশাসনিক অখণ্ডতা	৩৯টি

তথ্যসূত্র: নির্বাচন কমিশন (২০২৫)[৬৭]; টিআইবি (২০২৪)

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন: রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)- কে নিবন্ধন দেওয়ার জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিলম্ব করা হয়েছে বলে রাজনৈতিক দলগুলো অভিযোগ করে।[৬৮] এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ জাতীয় লীগ এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা না থাকার তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে দল দুটিকে নিবন্ধনের প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় রাখার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।[৬৯] একই সঙ্গে নিবন্ধনপ্রাপ্ত কয়েকটি নতুন রাজনৈতিক দলের মাঠপর্যায়ের তথ্য যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করাসহ নিবন্ধনের শর্ত এবং যোগ্যতা পূরণ না করা নিয়ে গণমাধ্যমে তথ্য প্রকাশিত হয়। প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রেও কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে এনসিপিসহ একাধিক রাজনৈতিক

---

[৬৪] আসন সীমানা: ইসির বিশেষায়িত কারিগরি কমিটি, বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ১৬ জুলাই ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/94acf6dff3df, সর্বশেষ প্রবেশ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫।

[৬৫] সীমানা পুনর্নির্ধারণ ঘিরে বিক্ষোভ অব্যাহত, কালবেলা, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/220972, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।

[৬৬] ৩০০ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ: গাজীপুরে আসন বেড়েছে, বাগেরহাটে কমেছে, প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/98uh9oytf2, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫।

[৬৭] বাংলাদেশ গেজেট, নির্বাচন কমিশন, বিস্তারিত দেখুন- ১৫ জুন ২০২৬। https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2026/01/cbi4ZNS5wJazqYddMKhy5E0hhHawZYW1yjUrAvbR.pdf সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫।

[৬৮] নতুন দল নিবন্ধন নিয়ে বিপাকে ইসি, সমকাল, ২৩ অক্টোবর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/bangladesh/article/321868/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১১ জুলাই ২০২৬।

[৬৯] প্রাগুক্ত

দল অসন্তোষ প্রকাশ করে। অন্যদিকে, নিবন্ধন না পাওয়ায় আমজনতা দলের সদস্যসচিব নির্বাচন কমিশনের সামনে ১৩৪ ঘণ্টা অনশন পালন করেন। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন কয়েকটি দলের কার্যক্রম পুনরায় তদন্ত করে এবং আমজনতা দলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয়ের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বলে দাবি করার পর দলটিকে নিবন্ধন প্রদান করে।[৭০]

৩.২.৩. পোস্টাল ভোটিং

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেশে প্রথমবারের মতো পোস্টাল ভোটিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (১৯৭২)-এর অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি ভোটার, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিজ নির্বাচনি এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী এবং আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করে।[৭১] এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৮ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে আউট অব কান্ট্রি এবং ইন-কান্ট্রি, এই দুই ক্যাটাগরিতে মোট ১২১টি দেশ থেকে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ভোট ৬৮২ ভোটাররা নিবন্ধন করেন।[৭২] পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধনের পরিমাণ দেশের মোট ভোটারের প্রায় ১ শতাংশ হওয়ায় পোস্টাল ভোট জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে এমন আশঙ্কায় রাজনৈতিক দলগুলো পোস্টাল ভোটের প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে।[৭৩] বিশেষকরে, পোস্টাল ভোটের ক্ষেত্রে একজনের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অন্য ব্যক্তি ব্যালট গ্রহণ করা, এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোট প্রদান করার তথ্যচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এছাড়া, কয়েকটি দেশে একই ঠিকানায় বিপুল সংখ্যক ব্যালট কিছু অভিবাসী ভোটার কর্তৃক গণনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে[৭৪] এবং নির্বাচন কমিশন এসব অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে।

৩.২.৩. পর্যবেক্ষক নিবন্ধন

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষক নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি বিদ্যমান ছিল। নামসর্বস্ব, দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, এবং পূর্বে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।[৭৫] উল্লেখ্য, মোট ৮১টি সংস্থার ৫৫ হাজার ৪৫৪ জন পর্যবেক্ষকের মধ্যে ১৭টি সংস্থা থেকেই প্রায় ৬৪ শতাংশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে কমিশন কর্তৃক পর্যবেক্ষক নিয়োগে নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।[৭৬] পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা নিয়েও গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে, অফিস ও পর্যাপ্ত জনবলবিহীন পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট (পাশা) নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ হাজারের বেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।[৭৭] গণমাধ্যমে এসকল অনিয়মসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষক কার্ড স্থগিত করে।[৭৮]

---

[৭০] নিবন্ধন পাচ্ছে অনশন করা সেই তারেকের 'আমজনতার দল', যুগান্তর, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.jugantor.com/politics-others/1036887, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জুন ২০২৬।

[৭১] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, অনুচ্ছেদ ২৭ দ্রষ্টব্য।

[৭২] দেশভিত্তিক প্রবাসী ভোটার সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৬; বিস্তারিত দেখুন- https://portal.ocv.gov.bd/report/by-country?election=13th, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।

[৭৩] ১০ হাজারের বেশি পোস্টাল ভোট ১৮টি আসনে; জয়-পরাজয়ে প্রভাব ফেলবে কতটা, রিয়াদুল করিম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/u4xb6btzyh, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।

[৭৪] ভোটের আগেই বিতর্কে পোস্টাল ব্যালট, ছড়িয়ে পড়া ভিডিও নিয়ে যা বলছে নির্বাচন কমিশন, সজল দাস, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, বিবিসি নিউজ বাংলা, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c0r4vxp4n5no, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৬ জানুয়ারি ২০২৬।

[৭৫] ভোট পর্যবেক্ষণে নামসর্বস্ব সংস্থাও, অফিস বাসায়, পরিত্যক্ত ঘরে, প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/vo9uiv0c5m, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ অক্টোবর ২০২৫।

[৭৬] ১৭ সংস্থা থেকে ৬৪ শতাংশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ!, সাইদুর রহমান, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, দৈনিক ইত্তেফাক, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ittefaq.com.bd/772287, সর্বশেষ প্রবেশ: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[৭৭] এক ব্যক্তিনির্ভর 'পাশা' দিচ্ছে ১০ হাজার নির্বাচন পর্যবেক্ষক, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/0wghur6o4l, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[৭৮] এক ব্যক্তিনির্ভর 'পাশা'র নির্বাচন পর্যবেক্ষক কার্ড স্থগিত, প্রথম আলো, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/qy1u6qs0xp, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

সারণি ৬: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	দেশি পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষক সংখ্যা (জন)	আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক (জন)
২০০১ (অষ্টম)	৬৯	২,১৮,০০০	২২৫
২০০৮ (নবম)	১৩৮	১,৫৯,১১৩	৫৯৩
২০১৪ (দশম)*	-	-	-
২০১৮ (একাদশ)	৮১	২৫,৯০০	১৬৯
২০২৪ (দ্বাদশ)	৯৬	২০,৭৭৩	১৩০
২০২৬ (ত্রয়োদশ)	৮১	৫৫,৪৫৪	৩৯৪

তথ্যসূত্র: টিআইবি (২০২৪); নির্বাচন কমিশন (২০২৬)[৭৯,৮০,] অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (২০২৬)[৮১]

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ব্যয়ভার নির্বাচন কমিশনের বহনের সিদ্ধান্তটিও বিতর্কের জন্ম দেয়। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এটিকে কর্তৃত্ববাদী আমলের একটি চর্চার ধারাবাহিকতা রাখা এবং এর মাধ্যমে কমিশন ও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[৮২] এছাড়া, নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনার কারণে কমিশনের ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী ১৪ হাজার গণমাধ্যমকর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য কিছু সময়ের জন্য ফাঁস হয় যা গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে।

নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি: জুলাই ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আন্দোলনকারীদের নির্বিচারে হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে ২০২৫ সালের ১২ মে অন্তবর্তী সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে, এবং নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত করে।[৮৩] ফলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির অংশগ্রহণের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এর ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহতের ঘোষণা দেয়।[৮৪] এর প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে পাঁচজন নিহত হন।[৮৫]

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে (পূর্ববর্তী জাতীয় নির্বাচনে সহিংসতাপ্রবণ এলাকা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময় অধিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এমন স্থানে) আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। তফসিল ঘোষণার আগেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, মব ভায়োলেন্স ও ছিনতাইয়ের ঘটনা অব্যাহত থাকে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা করেন এবং এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জাতীয় সংসদ

[৭৯] নির্বাচন কমিশন, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2026/01/8TJqFU0JN5jYGzV4TGbjdOuqBu0GTCUzo3iRdZJK.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৭ জুলাই ২০২৬।

[৮০] নির্বাচন কমিশন, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2026/01/wNNlkLTYqSSRQykh8bzPXl0CnOTQDL0FWlVpcUOU.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৭ জুলাই ২০২৬।

[৮১] অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.facebook.com/share/p/19YsJvxt8g/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৭ জুলাই ২০২৬।

[৮২] নির্বাচনে ৮৩ বিদেশি পর্যবেক্ষক, সব খরচ দেবে ইসি, ভোরবেলা, ৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bhorbela.net/archives/15382, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[৮৩] Activities of AL, affiliates banned, EC suspends the party's registration, The Daily Star, ১২ মে ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন https://www-thedailystar-net.translate.goog/news/bangladesh/news/activities-al-affiliates-banned-3892976?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=sge, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

[৮৪] আ.লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলে নির্বাচন প্রতিহত করা হবে: হাসিনার রায়ের আগে রয়টার্সকে জয়, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা, ১৭ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-414876, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

[৮৫] গোপালগঞ্জ সংঘর্ষে এনসিপি ও আওয়ামী লীগ দুই পক্ষই দায়ী- তদন্ত কমিটি, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১০ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cg51pyle2lmo, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদিকে আততায়ীরা গুলি করে এবং পরবর্তীতে তিনি মারা যান।[৮৬,৮৭] ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটে এবং সার্বিকভাবে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়।[৮৮] রজনৈতিক দলগুলো এই হত্যাকাণ্ডকে নির্বাচন বিঘ্ন করার ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে।[৮৯] অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে উল্লেখ করে নির্বাচনে এর কোনো প্রভাব পড়বে না বলে বিতর্কিত বক্তব্য প্রদান করা হয়।[৯০] তফসিল ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং পাসপোর্ট অফিসে হামলা এবং ঢাকায় চলন্ত বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[৯১]

সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন ৫৯ শতাংশ ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করে।[৯২] কিছু ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসি ক্যামেরা, লাইট এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় ও স্থাপনের জন্য স্লিপ ফান্ডের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করে সরকার।[৯৩] তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিক নির্দেশে স্কুলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করে তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে ওই অর্থের একটি সামান্য অংশ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহার করা হলেও অবশিষ্ট অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।[৯৪]

৩.২.৫. নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা

বিবিধ আইন ও নীতির সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রয়োজনীয় আইন ও নীতির সংস্কারের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী[৯৫] প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। তফসিল অনুসারে, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ একই দিনে সংবিধান সংস্কারসহ অন্যান্য মৌলিক সংস্কারের জন্য গণভোট এবং জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়।

সারণি ৭: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল (গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ)

ক্রম	ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ	সময়সীমা
১	নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা	১১ ডিসেম্বর, ২০২৫
২	মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়	২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
৩	যাচাই-বাছাই	৩০ ডিসেম্বর ২০২৫-৪ জানুয়ারি, ২০২৬
৪	মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল	৫-১৮ জানুয়ারি ২০২৬
৫	প্রার্থীতা প্রত্যাহার	২০ জানুয়ারি ২০২৬

[৮৬] ওসমান হাদির ওপর গুলি, নির্বাচন অফিসে আগুন; তফসিলের পরই সহিংসতায় ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c075xnn3xn4o, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

[৮৭] ওসমান হাদি মারা গেছেন, প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/hotftxida8, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

[৮৮]প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের নিন্দা পিইবিআইএর, প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/kgz9vab17c, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

[৮৯] ওসমান হাদিকে গুলি নির্বাচন বিঘ্ন ঘটানোর ষড়যন্ত্র, প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/video/bangladesh/uqixho1xvd, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

[৯০] হাদির ওপর হামলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা নেই: সিইসি, বাংলা ট্রিবিউন, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglatribune.com/national/926471/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৯ জুলাই ২০২৬।

[৯১] ওসমান হাদির ওপর গুলি, নির্বাচন অফিসে আগুন; তফসিলের পরই সহিংসতায় ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ বিবিসি বাংলা, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c075xnn3xn4o, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

[৯২] *৫৯ শতাংশ ভোটকেন্দ্র 'ঝুঁকিপূর্ণ': স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা*, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/13th-parliamentary-election/bd5d417e8d3e, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬।

[৯৩] ভোটকেন্দ্র মেরামতে বড় বরাদ্দ, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কত টাকা পেলো, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.jagonews24.com/education/news/1084954, সর্বশেষ প্রবেশ, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

[৯৪] মুখ্য তথ্যদাতা (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

[৯৫] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ১১। বিস্তারিত দেখুন: http://www.ecs.gov.bd/files/y5uF4BDtpvGHIZGzPTgBJOWqyu9u28vh7XjZyF8q.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ।

ক্রম	ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ	সময়সীমা
৬	প্রতীক বরাদ্দ	২১ জানুয়ারি ২০২৬
৭	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়	২২ জানুয়ারি - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৮	নির্বাচনের অনুষ্ঠান	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

তথ্যসূত্র: নির্বাচন কমিশন (২০২৫)[৯৬]

৩.২.৬ মনোনয়নপত্র দাখিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিল কার্যক্রম শুরু হয়। নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা বা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়নপত্র (প্রত্যয়নপত্র) সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্ধারিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমর্থনসূচক কাগজপত্রসহ সকলের জন্য হলফনামা, জামানত ও অন্যান্য নথি দাখিল করতে হয়।[৯৭] মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশন শোডাউন, মিছিল বা অতিরিক্ত লোকসমাগম নিরুৎসাহিত করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫। ওই দিন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা তাঁদের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।[৯৮] নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজনৈতিক দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করেন।[৯৯]

ক্রম	মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই	সংখ্যা/জন
১	শেষ দিন পর্যন্ত মোট মনোনয়নপত্র জমা	২,৫৬৮
২	মনোনয়নপত্র বাতিল	৭২৩
৩	মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল	৬৪৫

তথ্যসূত্র: দ্য ডেইলি স্টার, ২০২৬[১০০]; বিএসএস, ২০২৬[১০১]

৩.২.৭. মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্তকরণ

প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, দ্বৈত নাগরিকত্ব, সম্পদ, বিদেশে আয় ও সম্পদ, ঋণ, দায় সংক্রান্ত তথ্যেও উপর টিআইবি'র প্রকাশিত তথ্য[১০২] বিশ্লেষণসহ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে

---

[৯৬] নির্বাচন কমিশন, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/rljPhuAQ3g9ROUpfJ2Er1UHOxK7yjuJt4GmjjmNw.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ, ২৭ জানুয়ারি ২০২৫

[৯৭] নির্বাচন কমিশন, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন - https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/12/F1jUIlsqq3MkHTSvmmDsQ7WQCzmhOtStU2Gc2xg0.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ, ২৭ জানুয়ারি ২০২৫।

[৯৮] সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শুরু, দেশ রুপান্তর, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/646460/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৪ জুলাই ২০২৬

[৯৯] মনোনয়নপত্র জমার সময় আর বাড়ছে না: নির্বাচন কমিশন, বাংলা ট্রিবিউন, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/national/928162/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৪ জুলাই ২০২৬

[১০০] EC declares 1,842 candidates' nomination papers valid, 723 invalid, The Daily Star, 2026, we¯ÍvwiZ †`Lyb- https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/elections/news/ec-declares-1842-candidates-nomination-papers-valid-723-invalid, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

[১০১] EC grants hearing to 45 appeals over nomination decisions, BSS, 2026, বিস্তারিত দেখুন- https://b.bssnews.net/news/352084 সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

[১০২] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ti-bangladesh.org/images/2026/report/kyc/Brief-Summary-Report-13th-Election-Know-Your-Candidate-TIB.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

অর্জিত তা সঠিকভাবে যাচাই হয়নি। কিছু প্রার্থী হলফনামায় বিদেশে সম্পদ এবং দ্বৈত নাগরিকত্ব বিষয়ে মিথ্যা তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করলেও আইনের দুর্বলতার সুযোগ নির্বাচন কমিশন সেকল প্রার্থীদের নির্বাচনে বৈধ ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য আরপিওতে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে তা হলফনামায় উল্লেখের (হ্যা অথবা না) বিধান থাকলেও দ্বৈত নাগরিকত থাকা বা না থাকা প্রমাণের জন্য কোনো নথি দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। এই সুযোগে রিটানিং অফিসার কিছু প্রার্থীর প্রার্থিতা বাস্তবে অবৈধ হলেও বৈধ এবং বৈধ হলেও অবৈধ ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে নমনীয় হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়।[১০৩] এছাড়া অন্তত ৪৫ জন ঋণগ্রস্ত প্রার্থী, যারা প্রাথমিকভাবে খেলাপি হিসেবে বিবেচিত ছিলেন, আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত প্রার্থীদের ছাড় দেওয়ার লক্ষ্যে খেলাপি ঋণ ও বিল জমার সময়সীমা বাড়ানো এবং এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।[১০৪] চট্রগ্রাম ৪ আসনে ঋণখেলাপের আভযোগে বিএনপি একজন প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলের আপিল শুনানিতে একজন নির্বাচন কমিশনার বলেন 'মনোনয়ন বৈধ করলাম, টাকা (ঋণটা) দিয়ে দিয়েন। টাকাটা না দিলে জনরোষ তৈরি হবে'।[১০৫] অন্যদিকে, প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আপিলের প্রেক্ষিতে কিছু মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলেও, বাতিলের কারণ প্রকাশ না করায় পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। উল্লেখ্য স্বতন্ত্র প্রার্থীর সর্বাধিক মনোনয়ন বাতিল করা হয় (সারণি ৮)। অন্যদিকে, মনোনয়ন বৈধতার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সর্বাধিক আপিল করেন এবং তাদের সর্বাধিক আপিল নামঞ্জুর হয়।[১০৬] এর মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অভিযোগ করেন প্রার্থীরা।

সারণি ৮: মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ে প্রাথমিক ফলাফল

দল	মনোনয়ন জমা (জন)	প্রাথমিকভাবে বাতিলকৃত মনোনয়ন (জন/শতাংশ)
স্বতন্ত্র প্রার্থীর	৪৭৮	৩৩৮ (৭০.৭১%)
বিএনপি	৩৩১	২৫ (৭.৫৫%)
এনসিপি	৪৪	৩ (৬.৮১%)
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৭৬	১০ (৩.৬২%)
গণঅধিকার পরিষদ	১০৪	২৮ (২৬.৯২%)
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৬৮	৩৯ (১৪.৫৫%)
জাতীয় পার্টি	২২৪	৫৯ (২৬.৩৩%)

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো (২০২৬)[১০৭]

---

[১০৩] চাপের মুখেই কি দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ থাকা প্রার্থীদের বৈধ করলো ইসি, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c2lgpgrggj5o, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৪ এপ্রিল ২০২৬।

[১০৪] খেলাপি ঋণের বোঝা নিয়ে সংসদে যাচ্ছেন ১১ এমপি, সমকাল, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/bangladesh-others/article/338844/%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%8B%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9D%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

[১০৫] 'মনোনয়ন বৈধ করলাম, ব্যাংকের টাকাটা কিন্তু দিয়ে দিয়েন', বিএনপির প্রার্থীকে ইসি, ইত্তেফাক, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ittefaq.com.bd/770991/%E2%80%98%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

[১০৬] ভোটের লড়াইয়ে ২২৫৭ প্রার্থী, দৈনিক ইনকিলাব, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://dailyinqilab.com/national/article/855243, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

[১০৭]মনোনয়নপত্র বাতিল ২৮% প্রার্থীর, স্বতন্ত্র বেশি, দ্বিতীয় জাপা,প্রথম আলো, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/lfrbxuf848, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬।

৩.২.৮. সকল দল এবং প্রার্থীর সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র

সকল দল এবং প্রার্থীর সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। রিটার্নিং অফিসারের কক্ষে একজন মনোনয়ন প্রত্যাশীর ওপর আরেকজন মনোনয়ন প্রত্যাশী ও তার সমর্থকদের হামলার ঘটনা ঘটে, যেখানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সামনেই প্রতিপক্ষের মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীকে জোরপূর্বক কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।[১০৮] এছাড়া, এক শতাংশ সমর্থকের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও যাচাইয়ের সময় স্বাক্ষরকারীদের না পাওয়া এবং স্বাক্ষরে অসামঞ্জস্যতার অজুহাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের অভিযোগ রয়েছে।[১০৯,১১০]

নির্বাচনি অনিয়ম প্রতিরোধে আইন প্রয়োগে কমিশনের ঘাটতি ও অনীহা লক্ষ্য করা যায় । প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা রাত ১২টার পর জনসমাবেশ করলেও এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে, কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কঠোর পদক্ষেপ যেমন শোকজ, কমিশনে তলব এবং জরিমানা-গ্রহণ করেছে বলে প্রার্থীরা অভিযোগ করেন। এছাড়া, ব্যালট পেপারে বিএনপি'র প্রতীকের অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করে। এসকল ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিএনপি'র প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়।[১১১]

৩.২.৯. প্রচার ও অপপ্রচার নিয়ন্ত্রণ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যেমে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থ ব্যয় করেছে। তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২০২৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি) সময়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ফেসবুক প্রচারণায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে যেখানে বিএনপি মোট ২১টি পেজ থেকে মোট ১ কোটি ২৪ লাখ ৫২ হাজার ৫৩২ টাকা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মোট ৮টি পেজ থেকে ২৮ লাখ ৬২ হাজার ১৬০ টাকা এবং এনসিপি ৪টি পেজ থেকে ২৩ হাজার ৪২৬ টাকা ব্যয় করে (সরাণি ৯)। ফেসবুক প্রচারণার ব্যয়ে সর্বাধিক খরচকৃত রাজনৈতিক দলের পেজের মধ্যে শুধুমাত্র বিএনপি মিডিয়া সেল-ঢাকা ডিভিশন নামের পেজ থেকে সর্বোচ্চ ২৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৪০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (সারণি ১১)।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দলভিত্তিক ফেসবুক প্রচারণার ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিএনপি সমর্থিত ১১১ জন প্রার্থীর পেজ থেকে মোট ১ কোটি ৭৫ লাখ ৩৪ হাজার ৭৮০ টাকা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ১০৭ জন প্রার্থীর পেজ থেকে মোট ১ কোটি ৬ লাখ ৫৬ হাজার ২০০ টাকা এবং এনসিপি সমর্থিত ১৩ জন প্রার্থীর পেজ থেকে মোট ১০ লাখ ৫৯ হাজার ৪৫১ টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় করা হয়েছে (সারণি ১০)। ফেসবুক প্রচারণার ব্যয়ে সর্বাধিক খরচকৃত প্রার্থীদের পেজসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত প্রার্থী ডাঃ খালিদুজ্জামান এসএম নামের পেজ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ লাখ ৫ হাজার ৪০৬ টাকা এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সমর্থিত প্রার্থীর জহিরুল ইসলাম নামের পেজ থেকে ১৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৪ টাকা খরচ করা হয় (সারণি ১২)।

সারণি ৯: রাজনৈতিক দলসমূহের ফেসবুক প্রচারণার ব্যয়

ক্রম	রাজনৈতিক দল	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)				
		পেজ	মোট ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	সর্বোচ্চ ব্যয় (টাকা)	সর্বনিম্ন ব্যয় (টাকা)
১	বিএনপি	২১	১,২৪,৫২,৫৩২	৫,৯২,৯৭৭	২৩,৪৬,৫৪০	২,৯৪৪
২	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৮	২৮,৬২,১৬০	৩,৫৭,৭৭০	১৬,৮৭,৯০৯	২,৬৯৮
৩	এনসিপি	৪	২৩,৪২৬	৫,৮৫৬	১৬,১৮৯	১,৫৯৪

[১০৮] রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে হেনস্থার অভিযোগ, আজকের পত্রিকা, ৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ajkerpatrika.com/bangladesh/dhaka/ajpkm31vgfc8p, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৬ এপ্রিল ২০২৬।

[১০৯] চট্টগ্রামে এক-তৃতীয়াংশের মনোনয়নপত্র বাতিল: ভোটার স্বাক্ষরের শর্তে আটকে গেলেন ৯০ শতাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থী, বণিক বার্তা, ৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bonikbarta.com/bangladesh/zGULA9LBwN8zqgZ4, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬।

[১১০] জামায়াত-স্বতন্ত্রসহ অনেকের প্রার্থিতা বাতিল, ইসির বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন?, বিবিসি বাংলা, ৩ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/crrn9z8e9ljo, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬।

[১১১] দ্বিতীয় দিনের মতো ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও, দাবি না মানলে প্রধান ফটক অবরোধ, প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/3drkzif6qp, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬।

ক্রম	রাজনৈতিক দল	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)				
		পেজ	মোট ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	সর্বোচ্চ ব্যয় (টাকা)	সর্বনিম্ন ব্যয় (টাকা)
৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৪	৭০,৮৯২	১৭,২২২	৩৭,৪০৮	২,৯৪৪
৫	এবি পার্টি	২	৩,০৬৬	১,৫৩৩	২,৯৪৩	১২২
৬	অন্যান্য**	২	৬৬,৩৫৪	৩৩,১৭৭	৬২,৬৪৭	৩,৬৮০

নোট: সকল রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে মেটা বিজ্ঞাপন ব্যয় পাওয়া যায়নি। *১ ডলার= ১২২.৬৫ টাকা

**অন্যান্য দলের মধ্যে রয়েছে খেলাফত মজলিস ও গণসংহতি আন্দোলন।

সারণি ১০: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ফেসবুক প্রচারণা ব্যয় (দলভিত্তিক)

ক্রম	রাজনৈতিক দল	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)				
		প্রার্থীর পেজ (সংখ্যা)	মোট ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	সর্বোচ্চ ব্যয় (টাকা)	সর্বনিম্ন ব্যয় (টাকা)
১.	বিএনপি	১১১	১,৭৫,৩৪,৭৮০	১,৫৭,৯৭০	১১,৭৭,৯৩১	২৪৫
২.	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১০৭	১,০৬,৫৬,২০০	৯৯,৫৯০	১৫,০৫,৪০৬	৪,৯০৬
৩.	এনসিপি	১৩	১০,৫৯,৪৫১	৮১,৪৯৬	২,২৬,৯০৩	৪,২৯৩
৪.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১৭	২০,০৮,৬৩৯	১,১৮,১৫৫	১৩,৪৭,৯২৪	৮৫৯
৫.	এবি পার্টি	৫	৩,২৬,১২৬	৬৫,২২৫	১,৭২,০৭৮	২৭,৮৪২
৬.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ	৬	৫,৮৯,৪৫৬	৯৮,২৪২	১,৮৬,৭৯৬	১,৫৯৪
৭.	স্বতন্ত্র	২১	২৭,৬২,৫৬৯	১,৩১,৫৫০	১১,৮২,৩৪৬	৯৮১
৮.	অন্যান্য*	২৫	১৫,৮৭,২১৪	৬৩,৪৮৮	২,৪৩,৫৮৩	২,৩৩০

নোট: সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে মেটা বিজ্ঞাপন ব্যয় পাওয়া যায়নি। **১ ডলার= ১২২.৬৫ টাকা

*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণসংহতি আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি), জনতার দল, মানবিক দল, নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, জাতীয় পার্টি, গণ অধিকার পরিষদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আমজনতার দল, জাকের পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট।

সারণি ১১: রাজনৈতিক দলের ফেসবুক প্রচারণা ব্যয় (রাজনৈতিক দলের পেজভিত্তিক)

তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)			
ক্রম	পেজের নাম	রাজনৈতিক দল	ব্যয় (টাকা)
১	বিএনপি মিডিয়া সেল-ঢাকা ডিভিশন	বিএনপি	২৩,৪৬,৫৪০
২	চলো একসাথে গড়ি বাংলাদেশ	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১৬,৮৭,৯০৯
৩	সবার আগে বাংলাদেশ	বিএনপি	১২,৭৮,৮৭২
৪	বিএনপি মিডিয়া সেল	বিএনপি	১০,৪২,০৩৪
৫	বিএনপি মিডিয়া সেল- চট্টগ্রাম ডিভিশন	বিএনপি	৮,৮১,৭৩১
৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	বিএনপি	৮,৭৮,১৭৪
৭	আমার ধান–আমার প্রাণ	বিএনপি	৮,০১,৭৬৩
৮	বিএনপি মিডিয়া সেল-খুলনা ডিভিশন	বিএনপি	৭,০২,৬৬২
৯	বিএনপি মিডিয়া সেল-রাজশাহী ডিভিশন	বিএনপি	৬,৭৩,৭১৬
১০	বিএনপি মিডিয়া সেল-কুমিল্লা ডিভিশন	বিএনপি	৬,৫৩,৯৭০

সারণি ১২: প্রার্থীদের ফেসবুক প্রচারণা ব্যয় (প্রার্থীদের পেজভিত্তিক)

তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)			
ক্রম	পেজের নাম	রাজনৈতিক দল	ব্যয় (টাকা)
১	ডাঃ খালিদুজ্জামান এসএম	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১৫,০৫,৪০৬
২	জহিরুল ইসলাম	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১৩,৪৭,৯২৪
৩	এম. এ. এইচ সেলিম	স্বতন্ত্র	১১,৮২,৩৪৬
৪	হুমাম কাদের চৌধুরী	বিএনপি	১১,৭৭,৯৩১
৫	মেজর জেনারেল অব. শরিফ উদ্দিন	বিএনপি	৮,৭৬,০৮৯
৬	ডাঃ শফিকুর রহমান	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৭,৬২,৮৮৩
৭	মোঃ আবুল কালাম	বিএনপি	৬,০২,২১২
৮	ইশরাক হোসেন	বিএনপি	৫,৭৯,৫২১
৯	শেখ রবিউল আলম	বিএনপি	৫,৬২,৯৬৪
১০	ববি হাজ্জাজ	বিএনপি	৫,৬১,৪৯২

ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দল, প্রার্থী এবং সমর্থক কর্তৃক প্রচারণার জন্য ব্যয়িত অর্থ পর্যবেক্ষণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশনের দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ নেই। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে যেমন প্রচারণার জন্য অননুমদিত সময়ে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের প্রচারণা অব্যাহত থাকলেও এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করা এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তৈরি ভিডিও, ফটোকার্ডসহ বিভিন্ন মাধ্যমে অপপ্রচারের ঘটনা ঘটে।[১১২]

নির্বাচন-পূর্ব সময় সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক পেজ ও প্রোফাইল) থেকে ছড়ানো এআই কন্টেন্টগুলোতে রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের বিষয় পরিলক্ষিত হয় এবং নির্বাচনের আগে এ ধরনের কন্টেন্টের প্রচার বৃদ্ধি পায়। এসময়, জামায়াতপন্থি পেজগুলো বিএনপির বিরুদ্ধে ভুয়া ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলে এবং বিএনপিকে 'সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ' বলে অভিহিত করে প্রচার চালায়। বিএনপিপন্থি পেজগুলো জামায়াতের ইসলামি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে ৭১-এ দলটির ভূমিকা এবং ভারতের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের অভিযোগ তুলো প্রচারণা চালায়। এছাড়া, একটি ইসলামি দলের চার নেতাকে নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ায় বিএনপিই প্রকৃত ইসলামী দল বলে দাবি করে ভিড়িও প্রচার করে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগপন্থি পেজগুলো ভুয়া ছবি, ফটোকার্ড এবং ভিডিও ব্যবহার করে অন্তর্বর্তী সরকার, ছাত্রনেতা এবং এনসিপি নেতাদের বিরূদ্ধে প্রচারণা চালায়। তারা তাসনিম জারা, ফাতিমা জুমাসহ নারী নেত্রীদের চরিত্র হনন করে প্রচার চালায়।[১১৩]

৩.২.১০ অনুনমোদিত সময়ে নির্বাচনি প্রচারণা

নির্বাচনের অনুমোদিত সময়ের আগেই অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করে। সকল সম্ভাব্য প্রার্থী দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ (ধারা ৩ ও ৪)[১১৪] ভঙ্গ করে দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন এবং বিভিন্ন স্থাপনায় পোস্টার ও প্রচারণা সামগ্রী সাঁটিয়ে দেন। প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ের আগেই দলগুলোর সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে সার্বিকভাবে ৩৩.৮ শতাংশ প্রার্থী

[১১২] নির্বাচনে এআইয়ের মহামারি ঠেকাতেই হবে, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, কালের কণ্ঠ, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/online/opinion/2026/02/03/1642268, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১১৩] নির্বাচনী প্রচারে এআই ভিডিওর অপব্যবহার, বিভ্রান্ত হচ্ছেন ভোটাররা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ডেইলি স্টার বাংলা, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news/nairabaacanai-paracaarae-eai-bhaidaiora-apabayabahaara-baibharaanata, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ জুলাই ২০২৬।

[১১৪] দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২, বাংলাদেশ আইন মন্ত্রণালয়, ২০১২, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1084.html, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

নির্বাচনি ব্যয়সীমা অতিক্রম করেন। ব্যয়সীমা অতিক্রান্ত প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৩১০ টাকা ব্যয় করেন।[১১৫] প্রচারণা সামগ্রী অপসারণের নির্দেশ প্রদানের কারণে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোনে প্রচারণাকারী প্রার্থী হুমকি প্রদান করার ঘটনা ঘটে।[১১৬] প্রশাসনকে প্রভাবিত করার চেষ্টাসহ নির্দিষ্ট দলের পক্ষে কাজ করার জন্য হুমকি দিয়ে নেতারা বক্তব্য দেন।[১১৭, ১১৮]

৩.২.১১. বৈষম্য হ্রাসে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার, দলীয় মনোনয়ন এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতার রাজনীতির প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে প্রার্থীদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা যথাযথভাবে বিবেচনা না করে মনোনয়ন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দলের সক্রিয় এবং অধিক অবদান রাখা প্রার্থী মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হন। কিছু স্থানে দলীয় মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থীরা আন্দোলন করেন, অনেকক্ষেত্রে, দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনা ঘটে।[১১৯, ১২০, ১২১] রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বের জন্য নারীদের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ৩০০টি সংসদীয় আসনে ২ হাজার ৫৮২টি মনোনয়ন জমা পড়ে। এর মধ্যে ১০৭ জন নারী প্রার্থীর মনোনয়ন দেওয়া হয়। মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের পর ৩৯ জনের মনোনয়ন বাতিল হয় এবং ৬৮ জন নারী প্রার্থী বৈধ বলে ঘোষিত হন।

সার্বিকভাবে, সব রাজনৈতিক দলের মোট প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪.০৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন পান।[১২২] বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৩০টি রাজনৈতিক দলে কোনো নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করেনি। বিএনপি ২.৮ শতাংশ, জাতীয় পার্টি ৩.১ শতাংশ এবং এনসিপি ৬.৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করে। অন্যদিকে, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ৭.৮৭ শতাংশ, যা যোগ্য নারী প্রার্থী এগিয়ে আসেনা এই যুক্তির সার্বত্তাহীনতার পরিচায়ক। দলের মধ্যে যোগ্য নারী প্রার্থীকে যোগ্যতা সত্ত্বেও জোটগত স্বার্থসহ ক্ষমতার রাজনীতির কারণে বঞ্চিত করার অভিযোগ রয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে কিছু ছোট দলে নারী মনোনয়নের হার বেশি লক্ষ্য করা গেছে।[১২৩]

অন্যদিকে, নারী প্রার্থীদের প্রচারণায় বাধা সৃষ্টি, অশালীন ও নারীবিদ্বেষী মন্তব্য, প্রচারণা সামগ্রী নষ্ট করা এবং নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ রয়েছে।[১২৪] রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশের তথ্য মতে ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট ২০২৩টি ভুল তথ্য শনাক্ত হয় যার মধ্যে ৪৭২টি (২৩ শতাংশ) নারী প্রার্থীদের কেন্দ্র করে ছড়ানো। অন্তত চারজন নারী প্রার্থী ২৭টি অপতথ্যের শিকার হন। এর মধ্যে ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারা ১৩টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা আটটি, এবং ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী শাবা ওবায়েদ তিনটি এবং ঝালকাঠি-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী ডা. মাহমুদা মিতু

---

[১১৫] গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের তথ্য বিশ্লেষণ।

[১১৬] পোস্টার-ফেস্টুন অপসারণ করায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোনে বিএনপি নেতার হুমকি, এটিএন নিউজ, ৩১ জুলাই ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.youtube.com/watch?v=DrHZ5QG0TwY, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১১৭] জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী বললেন, প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন https://www.facebook.com/reel/1592677578558188, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১১৮] Police Service Association condemns Jamaat leader's remarks on 'controlling' admin, police, The Daily Star, ২৪ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/police-service-association-condemns-jamaat-leaders-remarks, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১১৯] বিএনপির মনোনয়ন ঘিরে তীব্র অস্বস্তি, অর্ধশতাধিক আসনে কোন্দল, ইত্তেফাক, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ittefaq.com.bd/765983/, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৪ জুলাই ২০২৬।

[১২০] মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার, ইত্তেফাক, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ittefaq.com.bd/760174/, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৪ নভেম্বর ২০২৫।

[১২১] বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ৩টি আসনে বিক্ষোভঅবরোধে উত্তপ্ত রাজপথ, ডেইলি স্টার বাংলা, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-714441, সর্বশেষ প্রবেশ: ০৪ জানুয়ারি ২০২৬।

[১২২] নারী প্রার্থী কম, দলগুলো কথা রাখেনি, ২২ জানুয়ারি ২০২৬, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/i7azk39un0, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬।

[১২৩] বাংলাদেশের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণে ভয়াবহ লিঙ্গগত ফাঁক প্রকাশ, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিবিসি নিউজ বাংলা, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c1jewkz44rgo, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।

[১২৪] নারী প্রার্থী হওয়ায় অনেক বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, বণিক বার্তা, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bonikbarta.com/bangladesh/YOaxPjHRFeSbPgK0, সর্বশেষ প্রবেশ: ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

তিনটি অপতথ্য পচারের শিকার হন।[১২৫] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নারী প্রার্থী ও কর্মীদের বিরুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি অশ্লীল ও অপমানজনক ছবি প্রচার বিদ্বেষমূলক, ধর্মান্ধ এবং পুরুষতান্ত্রিক হয়রানির বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।[১২৬] নারী প্রার্থীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে রাতে নির্বাচনি প্রচারণা করতে না পারা, নিরাপত্তাহীনতার কারণে নির্বাচনি প্রচারণা থেকে একজন স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীর সাময়িকভাবে সরে দাঁড়ানো,[১২৭] প্রচারণার সময় নারীদের আটকে রেখে গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন, হত্যার হুমকি প্রদানের ঘটনাও ঘটে।[১২৮] এসব বন্ধে নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিছু উদ্যোগ নিলেও কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।[১২৯] সরকারি কর্মকর্তারাও রাজনৈতিক প্রাচারণায় সংশ্লিষ্ট হন; যেমন পুলিশ কর্মকর্তার সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী'র ২০০টি আসন পাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং বিএনপির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট প্রার্থীর মাত্র ৩.৯১ শতাংশ (৭৯ জন) ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ১২ জন এবং নারী প্রার্থী ১০ জন।[১৩০] ২৯টি রাজনৈতিক দল কোনো সংখ্যালঘু প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করেনি। দলভিত্তিক সিপিবি থেকে ৬৩ জনের মধ্যে ১৭ জন, বিএনপি থেকে ২৮৯ জনের মধ্যে ৬ জন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে ২২৮ জনের মধ্যে ১ জন এবং এনসিপি থেকে ৩২ জনের মধ্যে ১ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী মনোনয়ন পান।[১৩১]

৩.২.১২. নির্বাচনি সমঝোতা, জোট, কোন্দল ও রাজনৈতিক বিভাজন

নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোট গঠিত হয়।[১৩২] এ প্রেক্ষিতে কিছু প্রার্থী নিজ দল ত্যাগ করে, ক্ষেত্র বিশেষে, নিজ দল বিলুপ্ত করে, প্রভাবশালী দলে যোগদান করেন এবং পভাবশালী দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[১৩৩] সমঝোতা ও আসন ভাগাভাগির অংশ হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে জোটসঙ্গীদের জন্য আসন ছাড় দিতে হয় (সারণি ১৩ ও ১৪)। ফলে সমঝোতার ভিত্তিতে জোটসঙ্গীদের জন্য বরাদ্দকৃত আসনে প্রভাবশালী দলের স্থানীয় জনপ্রিয় নেতারা মনোনয়ন বঞ্চিত হন। উল্লেখ্য, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় কমপক্ষে ৪৫টি আসনে ৯১ জন বিএনপি বিদ্রোহী প্রার্থী সতন্ত্র হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[১৩৪, ১৩৫]

---

[১২৫] অপতথ্যের থাবায় নারী, রাজনীতিবিদ থেকে অভিনেত্রী রেহাই পাচ্ছেন না কেউই, রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশ, ৭ মার্চ ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://rumorscanner.com/statistics/women-disinformation-trends-december-to-january/197907, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১২৬] নারী প্রার্থীদের পিছু ছাড়ছে না সাইবার হয়রানি, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, টাইমস অব বাংলাদেশ বাংলা, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.tob.news/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১২৭] নির্বাচনি প্রচারণায় নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, বাংলা ট্রিবিউন, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglatribune.com/politics/931953/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১২৮] ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসন জামায়াতের নারী কর্মীদের হয়রানির অভিযোগ, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, যুগান্তর, বিস্তারিত দেখুন- https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/1059410, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১২৯] আলোচনা সভায় বক্তারা- কুৎসা, ভয়ভীতি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সমকাল, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/bangladesh/article/337282/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

[১৩০] সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে ৮০ প্রার্থী, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/nbbbotiq6h, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১৩১]সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে ৮০ প্রার্থী, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/nbbbotiq6h, সর্বশেষ প্রবেশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১৩২] জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত হলো লেবার পার্টি, প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/onjqjxy9dg ,সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৩৩] প্রতীকের রাজনীতি: নিজ দল ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন যারা, খবরের কাগজ, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://khaborerkagoj.com/index.php/politics/899025, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৩৪]জোটে অস্বস্তি, ৪৫ আসনে লড়ছে বিএনপির ৯১ বিদ্রোহী প্রার্থী, দি ডেইলি স্টার, ২০ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news/jaotae-asabasatai-45-asanae-ladachae-baienapaira-91-baidaraohai, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৩৫] অর্ধশত আসনে বিএনপির 'বিদ্রোহী', সমকাল, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2026/01/21/1636240, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

সারণি ১৩: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ৭-দলীয় জোটের প্রার্থী সংখ্যা

৭ দলীয় জোট	সমঝোতা ভিত্তিক আসন বন্টন
বিএনপি	২৯১
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৪
গণঅধিকার পরিষদ	১
বিজেপি	১
গণসংহতি আন্দোলন	১

সারণি ১৪: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ১১-দলীয় জোটের প্রার্থী সংখ্যা

১১ দলীয় জোট	সমঝোতা ভিত্তিক আসন বন্টন
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১৭৯
এনসিপি	৩০
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	২০
খেলাফত মজলিস	১০
এলডিপি	৭
এবি পার্টি	৩
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি)	২
নেজামে ইসলামী পার্টি	২

দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে অনেক স্থানে প্রভাবশালী দলের নেতা-কর্মী ও প্রার্থীরা নিজ দলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে সড়ক অবরোধ ও ভাঙচুর করেন, এবং দল থেকে বহিষ্কারের ঝুঁকি উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ঘোষণা দেন। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচারণাকালে বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীর এবং তাদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।[১৩৬,১৩৭]

কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতা হওয়ার পরও প্রভাবশালী দলের বিদ্রোহী প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার না করে প্রচারণা অব্যাহত রাখেন, যার ফলে শরিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[১৩৮] বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট গঠনের প্রেক্ষিতে এনসিপির প্রথম সারির দশ জনের অধিক নেতা দল ত্যাগ করেন।[১৩৯] অন্যদিকে, জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১১ দলীয় জোটের বাইরে থেকে এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।[১৪০]

৩.২.১৩. অর্থ, ধর্ম এবং পেশী শক্তির ব্যবহার

নির্বাচনে লাগামহীন অর্থের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। প্রচারণার অনুমোদিত সময় শেষ হওয়ার আগেই প্রার্থীরা নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা বিপুল পরিমাণ অর্থসহ গ্রেফতার হন। ভোটারদের প্রভাবিত করতে নগদ অর্থ বিতরণের সময় রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রেফতার হন।[১৪১] বিএনপির কর্মীরা ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের তালিকা

[১৩৬] মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার অনুসারীদের বিক্ষোভ, রেলপথ অবরোধ, প্রথম আলো, ৫ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qhwerumc57, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৩৭] মুন্সিগঞ্জে 'বিদ্রোহী' প্রার্থীর সমর্থককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়নি, পরিবারে মাতম, প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2mj3nntt6w?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign&utm_content=ap_tlrv6bybgu, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৩৮]সমঝোতার আসনেও বিএনপির 'বিদ্রোহী', শরিকদের 'অস্বস্তি', বিডিনিউজ২৪, ২২ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/d3235d408749, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৩৯] এনসিপির ১০ নেতার পদত্যাগ, দেশ রূপান্তর, ২ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন--https://www.deshrupantor.com/651802/

[১৪০] জামায়াত জোট থেকে বেরিয়ে গেল ইসলামী আন্দোলন, একক নির্বাচনের ঘোষণা, দেশ রূপান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.deshrupantor.com/656020/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৪১] টাকা বিতরণকালে বিভিন্ন স্থানে আটক ১৬, যুগান্তর, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.jugantor.com/tp-firstpage/1064358, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

সংগ্রহ করে এবং বিএনপির হয়ে কাজ করার জন্য প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের অর্থ, বিবিধ সুবিধা, হুমকি প্রদানের মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টির প্রয়াসের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে উঠে আসে।[১৪২]

বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, গণঅধিকার এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার লক্ষণীয় ছিল। প্রার্থীদের ধর্মীয় পোশাকে জনসংযোগ, শোকসভায় অংশগ্রহণ, মিলাদ-মাহ্‌ফিলের আয়োজনসহ মসজিদে জনসংযোগ করতে দেখা যায়।[১৪৩,১৪৪] এছাড়া, ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রচারণায় 'তাদের প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করালে ইমানের জয়লাভ হবে ও কবরে গিয়ে বলা যাবে দ্বীন কায়েমের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিকে ভোট দেওয়া হয়েছে' বলে প্রচার করাসহ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগ ব্যবহার করে ভোটারদের প্রবাবিত করার চেষ্টা অব্যাহত ছিল।[১৪৫] বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমিরের কর্মজীবী নারীদের কর্মঘন্টা হ্রাস, তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেল একাউন্ট থেকে নারীর প্রতি অবমাননাকর পোস্ট ও একাউন্ট হ্যাকিংয়ের দাবি এবং হ্যাকিংয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে আটকের ঘটনা ঘটে। এছাড়া, নারী ভোটারের বোরকা ও হিজাব পরিধান করে ভোট প্রদান ও ভোট গ্রহণের সময় পোলিং কর্তৃপক্ষের সামনে মুখ খুলে পরিচয় প্রদানের বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।[১৪৬]

রাজনৈতিক প্রচারণায় সুপ্ত ও গুপ্ত ইস্যু (আওয়ামী লীগের শাসনামলে ছাত্রলীগের মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের গোপনে পদ ও পদবি রাখার অভিযোগ) এবং বিএনপির নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পরিস্থিতিকে তিক্ত ও উত্তপ্ত করে তোলে।[১৪৭] নির্বাচনের আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাতীয় পরিচয় পত্র এবং বিকাশ নম্বর সংগ্রহ, ভোট ক্রয় এবং নির্বাচনের দিন ব্যবহারের জন্য অবৈধ সিলসহ রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে, এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর অভিযোগ তোলে রাজনৈতিক দলগুলো।[১৪৮] নির্বাচন-পূর্ব দিনেও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করে রাজনৈতিক দল ও দলের প্রার্থীরা। বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের সমন্বয়ে বিএনপি একটি 'নির্বাচন মনিটরিং টিম' গঠন করে এবং কমিটির সদস্যদের ভোটার পরিবহনের ব্যবস্থা, ভোট কেন্দ্রে বোরখা ও হিজাব পরিহিতদের চেহারা যাচাইয়ের নির্দেশনা এবং ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিতে ব্যর্থ কর্মীদের বহিষ্কারের ভয় প্রদর্শন করা সংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[১৪৯]

ভোটারদের হুমকি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের বক্তব্য প্রদান, অস্ত্রসহ নেতা-কর্মী গ্রেফতার, কিছু আসনে প্রতিপক্ষের নির্বাচনি অফিস ও ভোটকেন্দ্রে হামলা, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং প্রভাব বিস্তারের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় রাজনৈতিক দলগুলো পাল্টাপাল্টি জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।[১৫০] মাঠপর্যায়ে কিছু আসনে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য টিআইবি নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। "নির্বাচনের পর দেখে নেওয়া হবে" মর্মে হুমকি প্রদান এবং এলাকা থেকে বলপূর্বক বহিষ্কার ইত্যাদি ঝুঁকি ও চর্চা বিদ্যমান ছিল।

---

[১৪২] মুখ্য তথ্যদাতা (২৭ জানুয়ারি ২০২৬)।

[১৪৩] টিআইবি জরিপকারী কর্তৃক ৭০টি আসনে মাঠ-পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ

[১৪৪] টুপি, ঘোমটা দিলে কি ভোট বেশি পাওয়া যায়?, বিবিসি নিউজ বাংলা, ২২ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cvg11plkn0zo, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৩ জুলাই ২০২৬।

[১৪৫] নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করছে একটি দল, সমকাল, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/bangladesh/article/335560/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১৪৬] আমিরের নামে নারী অবমাননাকর পোস্ট: হ্যাকিং দাবি জামায়াতের, ঢাবিতে ঝাড়ুমিছিল, প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.youtube.com/watch?v=haCn05Ef_Kw, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১৪৭] গুপ্ত-সুপ্ত নিয়ে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে তারেক-শফিকুর [ভিডিও], প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/video/bangladesh/1t02wienlg, সর্বশেষ প্রবেশ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১৪৮] ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে একটি দল, সমকাল, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/politics/article/337204/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১৪৯] BNP unveils plan to monitor polling centres, ডেইলি স্টার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.thedailystar.net/news/national-election-2026/news/bnp-unveils-plan-monitor-polling-centres-4103436, সর্বশেষ প্রবেশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

[১৫০] ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ ও হুমকির অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থীর, সমকাল, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/mymensingh/article/337678/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

প্রাক-নির্বাচনি প্রচারণায় আচরণবিধি প্রতিপালন

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থী তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময় কোনো না কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেন যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যবিহীন প্রচারণা সামগ্রী ব্যবহার; যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন; প্রতিপক্ষ প্রার্থীর পোস্টার, ব্যানার বা ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা, নষ্ট করা; পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি। একটি আসনে প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং জামায়াতের মধ্যে সংঘর্ষে একজনের প্রাণহানি ঘটে।[১৫১]

৩.২.১৪. আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা

যৌথ বাহিনীর অভিযান চলমান থাকা সত্ত্বেও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত থাকে। নির্বাচনের আগে ছিনতাই, রাহাজানি এবং মব সহিংসতার মতো অপরাধ ক্রমাগত ঘটেছে।[১৫২] তফসিল ঘোষণার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক সম্ভাব্য প্রার্থী হত্যাকাণ্ডের শিকার হন । দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কর্মী ও প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, গুলিবর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে। এ প্রেক্ষাপটে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্লিপ্ততা এবং নির্বাচনি পরিবেশ তৈরিতে তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়।

৩.২.১৫. সরকারি কর্মচারী, নির্বাচন আয়োজনে জড়িত ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেও তাদের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষকগণ দলীয় রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন [১৫৩] এবং সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় যুক্ত হয়ে গান ও গজল গেয়েছেন।[১৫৪] স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনের পূর্বে উপদেষ্টাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কিছু আসনে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দের নামে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন বরাদ্দ করা হয়, যা পদত্যাগ-পূর্ব উপদেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বিবেচনায় বিতর্কিত হিসেবে চিহ্নিত হয়।[১৫৫] এছাড়া পোলিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও নির্বাচনে দায়িত্বরতরা বিবিধ অনিয়মের সাথে যুক্ত হন। কিছু আসনে তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে নির্বাচনের আগের দিন প্রতিপক্ষের নেতাদের সাথে গোপন বৈঠক ও আপ্যায়ন গ্রহণ[১৫৬, ১৫৭] এবং নির্বাচনের দিন ব্যালটে সিল মারা, ব্যালট পেপারে পূর্বস্বাক্ষর ও সিল প্রদানসহ জাল ভোট প্রদানে সহায়তার অভিযোগ ওঠে।[১৫৮]

৩.২.১৬. গণমাধ্যমের ভূমিকা

সরকারি প্রচারমাধ্যমে বিএনপি এবং দলটির প্রধানের কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাভারেজ প্রদান করা হয় এবং নির্বাচনি প্রচারণায় তাদের পক্ষে দৃশ্যমান সহায়ক ভূমিকা পালনো বিষয় পরিলক্ষিত হয়। একই সঙ্গে অন্যান্য গণমাধ্যমেও নির্বাচনি প্রচারণার কাভারেজে বিএনপিসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রম, ছবি ও সংবাদের আধিক্য ছিল। অন্যদিকে, প্রভাবশালী দলগুলো নারী প্রার্থী কম মনোনয়ন দেওয়ায়[১৫৯] নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদও অধিকাংশ গণমাধ্যমে তুলনামূলকভাবে কম পরিবেশিত হয়েছে।

---

[১৫১] নির্বাচনী সহিংসতা; শেরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত জামায়াত নেতার মৃত্যু, প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/2k2dwyoixd, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ জুলাই ২০২৬।

[১৫২]যৌথবাহিনীর অভিযান আর গানম্যানে কি আইনশৃঙ্খলা ফিরবে?, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c07507pxyj3o, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৫৩] নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ধানের শীষের প্রচারণার অভিযোগ পাবিপ্রবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে, দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন-https://thedailycampus.com/engineering-university/240026, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৫৪]গান গেয়ে জামায়াত প্রার্থীর প্রচারে পুলিশ সদস্য, ভিডিও ভাইরাল, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.jugantor.com/country-news/1040865, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৫৫] নির্বাচনের আগে ঢাকা-১০সহ তিন আসনে হঠাৎ বিশেষ বরাদ্দ, কী বলছেন উপদেষ্টা?, বিবিসি নিউজ বাংলা, ২০ নভেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/cy5q53llngdo, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৫৬] বিএনপি নেতার অফিসে 'গোপন বৈঠক' করা পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার, বাংলা ট্রিবিউন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglatribune.com/country/khulna/933553/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ মে ২০২৬।

[১৫৭] নানা অভিযোগে সাত নির্বাচনী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglatribune.com/country/khulna/933553/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ মে ২০২৬।

[১৫৮] ময়মনসিংহ-১১ আসন ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরছিলেন ৫ তরুণ, ধরা পড়ল সিসিটিভি ক্যামেরায়, প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglatribune.com/country/khulna/933553/, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ মে ২০২৬।

[১৫৯] জামায়াতসহ ৩০টির বেশি দলে নেই নারী প্রার্থী, কিন্তু কেন?, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c1jewkz44rgo, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

৩.২.১৬.১. সরকারি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিটিভি রাত ৮ টার খবরে নির্বাচনসম্পর্কিত সংবাদে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের পেছনে মোট ৫৯৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড ব্যয় করে যার মোট প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। গণমাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারে সব দল ও প্রার্থীকে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলেও[১৬০] নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারে বিএনপির প্রাধান্য দেখা যায় (সারণি ১৫)। তফসিল ঘোষণার পূর্ব সময়ে (১ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫) রাত ৮ টার খবরে বিএনপি সংক্রান্ত খবরের জন্য মোট ১৪৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড সময় ব্যয় করে বিটিভি। বিটিভি একই সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবরের জন্য ২৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড এবং এনসিপি সংক্রান্ত খবরের জন্য ৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড ব্যয় করে। প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়কালের ক্ষেত্রেও (২২ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) বিএনপি সংক্রান্ত খবরের জন্য ১১০ মিনিট ২ সেকেন্ড, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জন্য ৮১ মিনিট ৫ সেকেন্ড এবং এনসিপির জন্য ২২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড ব্যয় করে সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। সার্বিকভাবে, বিটিভি বিএনপির জন্য মোট ৩৫২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড (মোট সময়ের ৫৯.৩২ শতাংশ), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জন্য ১২৮ মিনিট ১৫ সেকেন্ড (মোট সময়ের ২১.৫৯ শতাংশ) এবং এনসিপির জন্য ৭০ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড (মোট সময়ের ১১.৮৯ শতাংশ) ব্যয় করে। বিএনপি সংক্রান্ত খবর প্রচারে বিটিভির প্রাক্কলিত মোট খরচের পরিমাণ ৩ কোটি ১৭ লাখ দুই হাজার ৫০০ টাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবর প্রচারে প্রাক্কলিত খরচের পরিমাণ ১ কোটি ১৫ লাখ ৪২ হাজার ৫০০ টাকা এবং এনসিপি সংক্রান্ত খবর প্রচারে প্রাক্কলিত খরচের পরিমাণ ৬৩ লাখ ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা।

সারণি ১৫: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য (রাজনৈতিক দল)

রাজনৈতিক দল	পর্যায়			মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত** মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয়িত সময় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণার পূর্ব (১ অক্টোবর - ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে অনুমোদিত সময়-পূর্ব (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময় (২২ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)			
বিএনপি	১৪৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড	৯৮ মিনিট ৪০ সেকেন্ড	১১০ মিনিট ২ সেকেন্ড	৩৫২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড	৩,১৭,০২,৫০০	৫৯.৩২
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড	১৯ মিনিট ৩২ সেকেন্ড	৮১ মিনিট ৫ সেকেন্ড	১২৮ মিনিট ১৫ সেকেন্ড	১,১৫,৪২,৫০০	২১.৫৯
এনসিপি	৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড	৯ মিনিট ৮ সেকেন্ড	২২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৭০ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড	৬৩,৫৮,৫০০	১১.৮৯
জাতীয় পার্টি	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০	০.০০
স্বতন্ত্র	০ মিনিট	০ মিনিট	১০ সেকেন্ড	১০ সেকেন্ড	১৫,০০০	০.০৩
অন্যান্য দল*	২৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড	৫ মিনিট ৩ সেকেন্ড	১১ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড	৪২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড	৩৮,৩৪,০০০	৭.১৭
মোট	**২৩৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড**	**১৩২ মিনিট ২৩ সেকেন্ড**	**২২৫ মিনিট ৫২ সেকেন্ড**	**৫৯৩ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড**	**৫,৩৪,৫২,৫০০**	**১০০.০০**

**অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আছে এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, খেলাফত মজলিস, সিপিবি, ইনসানিয়াত বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ারকার্স পার্টি।*

[১৬০] টেলিভিশনে নির্বাচনী প্রচারে সব প্রার্থীকে সমান সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ ইসির, ডেইলি স্টার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-723816, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

***বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে।*

১ অক্টোবর ২০২৫ - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে অন্যান্য অংশীজন যেমন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, নির্বাচন কমিশন, এবং গণভোটের প্রচারণায় ব্যয়িত সময় ৫৩৮ মিনিট ২৫ সেকেন্ড যার প্রাক্কলিত মোট আর্থিক মূল্য ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কিত খবরের জন্য সবচেয়ে বেশি সময় এবং অর্থ ব্যয় হয় (সারাণি ১৬)।

সারণি ১৬: নির্বাচনকালীন সময়ে বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্য (অন্যান্য অংশীজন)

অংশীজন/বিষয়	পর্যায়			মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত* মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয়িত সময় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণা-পূর্ব (১ অক্টোবর - ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণা থেকে অনুমোদিত সময়-পূর্ব (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময় (২২ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)			
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার	১১৮ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড	৮৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড	৫২ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড	২৫৭ মিনিট ৮ সেকেন্ড	২,৩১,৪২,০০০	৪৭.৭৬
নির্বাচন কমিশন	১০৯ মিনিট ৪১ সেকেন্ড	৬৯ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড	৬৪ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড	২৪৪ মিনিট ৫ সেকেন্ড	২,১৯,৬৭,৫০০	৪৫.৩৩
গণভোটের প্রচারণা	০ মিনিট	২৮ মিনিট ২৯ সেকেন্ড	৮ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড	৩৭ মিনিট ১২ সেকেন্ড	৩৩,৪৮,০০০	৬.৯১
মোট	**২২৮ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড**	**১৮৩ মিনিট ৩১ সেকেন্ড**	**১২৬ মিনিট ১৯ সেকেন্ড**	**৫৩৮ মিনিট ২৫ সেকেন্ড**	**৪,৮৪,৫৭,৫০০**	**১০০.০০**

**বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে।*

৩.৩ উপসংহার

প্রাক-নির্বাচনি ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পূর্ব সময়ে বিবিধ সুশাসনের ঘাটতি বিরাজ করেছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে যে গুণগত পরিবর্তনের অঙ্গীকার করেছিল তা তারা পালন করেনি। অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিবিধ ত্রুটিসহ জোট গঠন, দলীয় মনোনয়ন প্রদান এবং প্রচারণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোতে অস্থিরতা ও বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী দলের যোগ্য প্রার্থীরা দলীয় মনোনয়ন পাননি। দলগুলোতে যোগ্য নারী প্রার্থী থাকলেও তাদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়নি। নির্বাচনে অর্থ ও পেশির ব্যবহার অব্যাহত ছিল। এছাড়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নারীসহ প্রতিপক্ষ প্রার্থীর চরিত্র হরণ এবং সামাজিক অপপ্রচার নির্বাচন-পূর্ব সময়কে সংঘাতপূর্ণ করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন আয়োজনে নিয়োজিত অংশীজনেরা নির্বাচনকে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং সবার জন্য সম প্রতিযোগিতামূলক করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

অধ্যায় চার: নির্বাচনকালীন সময়

৪.১. নির্বাচনকালীন সময়: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মোট ৪২ হাজার ৭৭৯টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের এক লক্ষ ৮৭ হাজার ৬০৩ জন এবং র‍্যাবের ৯ হাজার ৩৪৯ জন সদস্য মোতায়েন করে অন্তবর্তী সরকার। পাশাপাশি, নির্বাচন পরিচালনায় ৭ লাখ ৫৮ হাজার ২৭৬ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনি বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২ হাজার ৯৮ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেন (সারণি ১৭)। তাছাড়া, ৬৯ জন রিটার্নিং অফিসার, ৫৯৮ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৬৪ জন পোলিং অফিসার ভোটগ্রহণে দায়িত্ব পালন করেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য প্রথমবারের মতো ইউএভি (ড্রোন) ও বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি, ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নজরদারি নিশ্চিতের ব্যবস্থা করে অন্তবর্তী সরকার।[১৬১]

সারণি ১৭: নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়োজিত জনবল

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা	সংখ্যা
ভোটকেন্দ্র	৪২ হাজার ৭৭৯টি
বুথ	২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৮২টি
প্রশাসনের কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী	৭ লাখ ৮৫ হাজার ২৭৬ জন
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য	৯ লাখ ৪৩ হাজার ৫০ জন
মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	২ হাজার ৯৮ জন

তথ্যসূত্র: দ্যা ডেইলি স্টার, বাংলা (২০২৬, ফেব্রুয়ারি ১২)[১৬২]

৪.২. নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পরিচালনার জন্য মোট ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়।[১৬৩] জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাচনি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ব্যয়ের মধ্যে সর্বাধিক ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য ব্যয় হয়। নির্বাচন পরিচালনায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়, যার মধ্যে ভোটগ্রহণ, জনবল ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্বাচন পরিচালনায় ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা, যেখানে ভোটগ্রহণ, জনবল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া, পোস্টাল ভোট, গণভোট ও অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা।[১৬৪] উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বানের বাজেট ছিল ২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাজেট ছিল ৭০০ কোটি টাকা এবং ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাজেট ছিল ৩০০ কোটি টাকা (চিত্র ৬)।

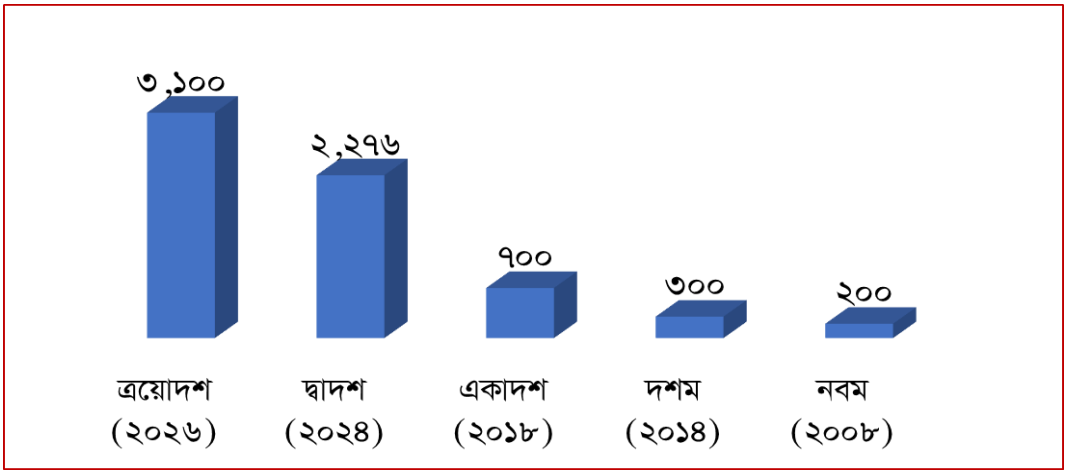
[১৬১] সারাদেশে ৪০ শতাংশের বেশি ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, চিহ্নিত করা হয় কীভাবে, দ্য বিবিসি নিউজ বাংলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bbc.com/bengali/articles/c20lr9w35r7o, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জুলাই ২০২৬।

[১৬২] নির্বাচনী দায়িত্বে ৮ লাখ কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৯ লাখ ৫৮ হাজার সদস্য, দ্য ডেইলি স্টার (বাংলা), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/thirteenth-national-parliamentary-election/news-3897781, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জুলাই ২০২৬।

[১৬৩] সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,১০০ কোটি টাকা, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (বাংলা), ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-445576, সর্বশেষ প্রবেশ: ২৯ জুলাই ২০২৬।

[১৬৪] Election, referendum to cost over Tk3,100cr: EC, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.tbsnews.net/bangladesh-election-2026/election-referendum-cost-over-tk3100cr-ec-1346641, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

চিত্র ৬: জাতীয় নির্বাচনের বাজেট (কোটি টাকায়)



তথ্যসূত্র: বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (২০২৬, জানুয়ারি ২৮); টিআইবি (২০২৪)

৪.৩. নির্বাচনকালীন সময়: নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচন ফলাফল

মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুর-৩ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে এই আসনের নির্বাচন স্থগিত এবং অর্থঋণ-সংক্রান্ত মামলার আপিল হাইকোর্টে নিষ্পত্তি না হওয়ায় চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল স্থগিত রাখে নির্বাচন কমিশন।[১৬৫] নির্বাচনের পর মোট ২৯৭টি আসনের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।[১৬৬] ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোট পড়ার হার ছিল ৫৯.৪৪ শতাংশ। জোটগত ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট ২১২টি আসনে বিজয়ী হয়। এর মধ্যে বিএনপি এককভাবে ২০৯টি আসনে জয় লাভ করে। জোটের অন্যান্য শরিক দলের মধ্যে গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) এবং গণঅধিকার পরিষদ প্রত্যেকে ১টি করে আসন পায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট ৭৭টি আসনে বিজয়ী হয়[১৬৭] যার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি, এনসিপি ৬টি, বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিস ২টি এবং খেলাফত মজলিস ১টি আসন পায়। এছাড়া, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৭টি আসনে বিজয়ী হয়। নির্বাচনে মোট ৭ জন নারী প্রার্থী এবং ৪ জন ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু প্রার্থী নির্বাচিত হন।[১৬৮]

৪.৪. নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করে। আওয়ামী লীগ ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থান-অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও ষড়যন্ত্রমূলক হিসেবে আখ্যায়িত করে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবৈধ ও প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়, এবং সেই অনুসারে রাজনৈতিক তৎপরতা চালায়। সার্বিকভাবে নির্বাচন ও নির্বাচনি পরিবেশে নেতিবাচক ভূমিকায় দলটি সক্রিয়ভাবে উপস্থিতি থাকে। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন প্রতিহত করার অবস্থান থাকা সত্ত্বেও মাঠপর্যায়ে দলটির কর্মী-সমর্থকেরা ভোটার হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি কারাগারে থাকা উচ্চ পর্যায়ের নেতারাও ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। যদিও দলটির একটি অংশ ভোট বর্জন করে, যা সাধারণ ভোটারদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। মাঠপর্যায়ে আওয়ামী লীগের ভোট টানার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে, বিএনপি ও জামায়াত জোট এবং জাতীয় পার্টির মধ্যে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও সাড়া দেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলে যোগদান করে প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ফলে আওয়ামী লীগ একদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে

[১৬৫] জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটে ভোট পড়েছে ৫৯.৪৪ শতাংশ: ইসি, দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-3898296, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৬৬] প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে শেরপুর-৩ আসনে নির্বাচন স্থগিত, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bssnews.net/bangla/national-parlament-election-2026/279752, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৬৭] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬: আসনভিত্তিক ফলাফল ও ভোটার উপস্থিতি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ecs.gov.bd, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৬৮] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬: আসনভিত্তিক ফলাফল ও ভোটার উপস্থিতি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ecs.gov.bd, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করলেও অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিকভাবে দলটির নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা ভোটসহ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। এভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে দলটির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ–উভয় ধরনের ভূমিকা বিদ্যমান ছিল।[১৬৯]

৪.৫. নির্বাচনের দিনে কেন্দ্রগুলোতে সংঘটিত অনিয়ম

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের মধ্যে জাল ভোট প্রদান, ব্যালট ছিনতাই, অবৈধভাবে সিল মারা, ভোট কেনার উদ্দেশ্যে অর্থ বিতরণ এবং কেন্দ্র দখলের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীর ওপর হামলা, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে।[১৭০,১৭১] কিছু কেন্দ্রে প্রভাবশালী দল কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টদের প্রবেশে বাধা দেওয়া বা তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজ দলের এজেন্ট বসানোর অভিযোগ রয়েছে।[১৭২] একই সঙ্গে কিছু কেন্দ্রে ভোটার হয়রানি, একজনের পরিবর্তে অন্যজনের ভোট প্রদান এবং ভোটগ্রহণ চলাকালে অর্থ বিতরণের ঘটনা ঘটে। কয়েকটি কেন্দ্রে একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে বুথে প্রবেশ করে অবৈধভাবে ব্যালটে সিল দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ভোটার তালিকার সঙ্গে নাম ও ছবি না মেলায় কিছু কেন্দ্রে কিছু ভোটার ভোট দিতে পারেননি। ভোটগ্রহণ চলাকালে একটি কেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। বাগেরহাট ও মেহেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং মোট ২৮ জন আহত হয়, তবে কোনো ভোটকেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়নি।[১৭৩] কিছু স্থানে অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদান ও আর্থিক জরিমানা করা হয়।[১৭৪] একই সময়ে, কয়েকটি কেন্দ্রে প্রিজাইডিং কর্মকর্তার রেজাল্ট সিটে অগ্রীম স্বাক্ষরসহ অনিয়ম ধরা পড়লে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা।[১৭৫] ১১ দলীয় জোট অধিক প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ আসনগুলোতে ভোট গণনায় অনিয়মসহ কারচুপির অভিযোগ করে।[১৭৬] প্রশাসনকে ব্যবহার করে ফলাফল পরিবর্তনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করে এনসিপিসহ প্রভাবশালী দলগুলো এবং কয়েকটি আসনে পুনরায় ভোট গণনার দাবি জানায়।[১৭৭, ১৭৮]

৪.৫. নির্বাচন-পরবর্তী অনিয়ম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় হামলা, সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সহিংসতায় ৩৫ জন আহত হন এবং ২০টি বসতবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[১৭৯] নির্বাচন-পরবর্তী চার দিনে সারাদেশে মোট ৮৪টি নির্বাচনি সহিংসতার ঘটনায় মোট ৪ জন

---

[১৬৯] মুখ্য তথ্যদাতা (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)।

[১৭০] ভোটকেন্দ্রের সামনে স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীকে চড়থাপ্পড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন বিএনপির সাবেক নেতা, দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ittefaq.com.bd/774543/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭১] টাকা বিতরণ নিয়ে' বাগেরহাটে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৮, প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- সূত্র: https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8q6y68e2xs, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭২] প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে নিজেরাই এজেন্ট সেজে বসে আছে একটি দল, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.dailyjanakantha.com/bangladesh/news/906091, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭৩] গোপালগঞ্জে ভোটকেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণ, আনসারসহ আহত-৩, প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/c6leftqg6y, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭৪] Jamaat agents get two-year jail term for illegal entry into Mirpur polling centre, The Business Standard, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৩০ PM (সর্বশেষ হালনাগাদ: ১০:৪১ PM), বিস্তারিত দেখুন- https://www.tbsnews.net/bangladesh-election-2026/jamaat-agents-get-two-year-jail-term-illegal-entry-mirpur-polling-centre, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬

[১৭৫] রেজাল্ট শিটে অগ্রিম স্বাক্ষর, প্রিজাইডিং অফিসারের 'ভুল' স্বীকার, এনটিভি অনলাইন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭:১৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1690769, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭৬] নির্বাচনে ১০ শতাংশ ভোট কারচুপি করা হয়েছে: নাহিদ ইসলাম, দৈনিক বনিক বার্তা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bonikbarta.com/bangladesh/nRzKeRv7BJV2tXcA, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭৭] নির্বাচনে ১০ শতাংশ ভোট কারচুপি করা হয়েছে: নাহিদ ইসলাম, দৈনিক বায়ান্ন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://bonikbarta.com/bangladesh/nRzKeRv7BJV2tXcA , সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭৮] রেজাল্ট শিটে অগ্রিম স্বাক্ষর, প্রিজাইডিং অফিসারের 'ভুল' স্বীকার, এনটিভি অনলাইন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭:১৫, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1690769, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬।

[১৭৯] বাগেরহাটে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ৩৫ জন আহত, ২০ বসতবাড়ি ভাঙচুর, প্রথম আলো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7nep2cd8u4, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

নিহত এবং ২০৩ জন আহত হন। এসব ঘটনায় ১৫টি মামলা ও ২৫টি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয় (সারণি ১৮) এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে।[১৮০]

সারণি ১৮: নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা (নির্বাচন-পরবর্তী চার দিন)

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সহিংসতা	৮৪টি
নিহত	৪ জন
আহত	২০৩জন
মামলা	১৫টি
জিডি	২৫টি

তথ্য উৎস: সমকাল (২০২৬, ফেব্রুয়ারি ২০)

নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার ঘটনাগুলোর মধ্যে খুলনা বিভাগে সর্বাধিক ২৬টি সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত হয়। রাজশাহী বিভাগে ১৮টি এবং ঢাকা বিভাগে ১৩টি সহিংসতার ঘটনা নথিভুক্ত হয়। সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে ২টি করে ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় (সারণি ১৯)।

সারণি ১৯: বিভাগভিত্তিক সহিংসতা (নির্বাচন-পরবর্তী চার দিন)

বিভাগ	ঘটনার সংখ্যা
খুলনা	২৬
রাজশাহী	১৮
ঢাকা	১৩
চট্টগ্রাম	৯
বরিশাল	৬
সিলেট	২
ময়মনসিংহ	২

তথ্য উৎস: সমকাল (২০২৬, ফেব্রুয়ারি ২০)

৪.৬. অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের প্রতিক্রিয়া

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রতিযোগিতামূলক, গ্রহণযোগ্য এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখ করে।[১৮১] কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বলে অভিহিত করে।[১৮২] ওআইসিসহ নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষকরা ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য, উৎসবমুখর এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে মূল্যায়ন করে।[১৮৩,১৮৪,১৮৫]

---

[১৮০] সহিংসতা বেশি খুলনায়, কম সিলেট ও ময়মনসিংহে, সমকাল, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/politics/article/339425/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৮১] নির্বাচন ছিল প্রতিযোগিতামূলক ও গ্রহণযোগ্য: বিদেশি পর্যবেক্ষক দলের প্রাথমিক প্রতিবেদন, দেশ রূপান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.deshrupantor.com/664846/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৮২] নির্বাচন ছিল প্রতিযোগিতামূলক ও গ্রহণযোগ্য: বিদেশি পর্যবেক্ষক দলের প্রাথমিক প্রতিবেদন, দেশ রূপান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.deshrupantor.com/664846/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৮৩] এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://anfrel-org.translate.goog/bangladesh-holds-historic-and-peaceful-2026-parliamentary-elections-and-referendum-despite-partisan-activities-near-polling-stations-risking-improper-influence-and-clear-accessibility-challenges/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=sge, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৮৪] ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন নেটওয়ার্ক, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন, https://fafen.org/key-observation-missions-in-13th-bangladesh-parliamentary-elections/, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৮৫]ইন্টারন্যশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেকশন সিস্টেম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.ifes.org/tools-resources/election-snapshots/elections-bangladesh-2026%20Parliamentary-Elections-National-Referendum, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

৪.৮. রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল

নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর জন্য নির্বাচন কমিশনে (ইসি) নির্বাচনি ব্যয় বিবরণীর সত্যায়িত কপি দাখিল করা বাধ্যতামূলক।[১৮৬] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে আরও ১৫ দিন সময় বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।[১৮৭] এরপরও ব্যয় বিবরণী দাখিল না করলে প্রার্থিতা বাতিল, সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকেও তাদের নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে হয়। ব্যয় বিবরণী দাখিল না করলে আর্থিক জরিমানাসহ নিবন্ধন বাতিলের সুযোগ রয়েছে।[১৮৮]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের পর প্রার্থীদের ৩০ দিন বা ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করে নির্বাচন কমিশন।[১৮৯] রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ২৫ মার্চের মধ্যে প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় বিবরণীর তথ্য নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে নির্বাচন কমিশন।[১৯০] প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী দাখিলের সময়সীমা এক মাস বৃদ্ধি করলেও[১৯১] এই সময়ের মধ্যে ২১ জন প্রার্থী ব্যয়ের হিসাব জমা দেননি এবং দ্বিতীয় দফা ১৪ জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করে নির্বাচন কমিশন।

আইন অনুসারে নির্ধারিত সময়ের বা ১৩ মে ২০২৬ মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ২৭টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনি ব্যয় বিবরণীর তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা প্রদান করে। বাকি দলগুলোকে ১৪ জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময় প্রদান করে নির্বাচন কমিশন এবং বর্ধিত সময়ে বিএনপিসহ ১৬টি দল ব্যয় বিবরণী জমা প্রদান করে। এই সময়ের মধ্যে এনসিপি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, আমজনতার দলসহ ৭টি রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী কমিশনে জমা প্রদান করেনি এবং দলগুলোকে নির্বাচন কমিশন শোকজ প্রদান করে।[১৯২] তবে প্রতিবেদন প্রকাশকালে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের ব্যয় বিবরণীর তথ্য নির্বাচন কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেনি। ফলে এসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৪.৯. উপসংহার

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজিত হলেও নির্বাচনের দিন কিছু কেন্দ্র বিচ্ছিন্নভাবে অনিয়ম সংঘটিত হয়। নির্বাচন ব্যস্থার সকল পর্যায়ে ব্যপক গুণগত পরিবর্তনের প্রত্যাশা থাকলেও পূর্ববর্তী জাতীয় নির্বাচনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচন পরবর্তী-সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এছাড়া, দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলোর একাংশ নির্বাচনের ব্যয় বিবরণীর তথ্য ও নথি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন কমিশনে জমা প্রদান করেনি যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়।

---

[১৮৬] ১৩৮ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪।

[১৮৭] নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ , পরিপত্র নং: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৬২

[১৮৮] নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ , পরিপত্র নং: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৬২

[১৮৯] নোটিশ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2026/02/6aba27cd-b776-410e-88c9-da4c95244593.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৯০] ১৫ মার্চের মধ্যে নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে নির্দেশ, প্রতিদিনের বাংলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৬:২৩ এএম, বিস্তারিত দেখুন- https://protidinerbangla.net/public/national/news/12806, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬।

[১৯১] নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার সময় বাড়ল এক মাস, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৬ এপ্রিল ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.bd-pratidin.com/national/2026/04/06/1235498, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬।

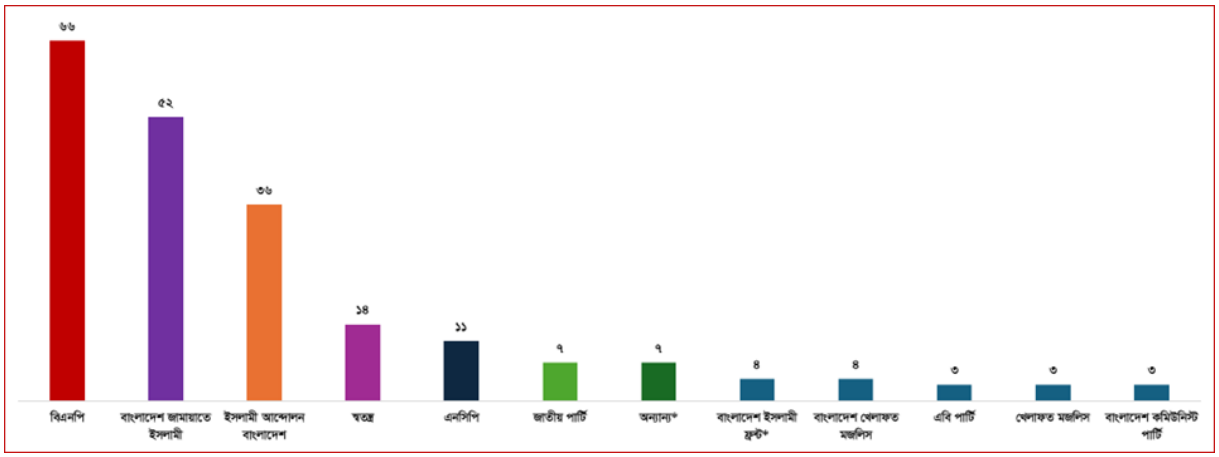
[১৯২] নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব না দেওয়ায় এনসিপিসহ ৭ দলকে ইসির শোকজ, প্রথম আলো, ২৬ জুন ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/politics/b4nnruhp8d, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৫ এপ্রিল ২০২৬।

অধ্যায় পাঁচ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের চিত্র

৫.১. গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের দলভিত্তিক পরিচিতি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনে মোট ২১০ জন প্রার্থীর নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন ও নির্বাচনি ব্যয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি আসন থেকে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে তিনজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বাচন করা হয়। প্রার্থীর মধ্যে বিএনপির ৬৬ জন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৫২ জন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৩৬ জন, জাতীয় পার্টির ৭ জন এবং স্বতন্ত্র ১৪ জন প্রার্থী ছিলেন। এছাড়া, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ৭ জন প্রার্থী গবেষণার আওতায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (চিত্র ৭)।

চিত্র ৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর সংখ্যা



*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাসদ, জাকের পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট গণ অধিকার পরিষদ ইত্যাদি।

৫.২. নির্বাচনি প্রচারণা

৫.২.১. তফসিল ঘোষণা-পূর্ব সময়

তফসিল অনুযায়ী, ২২ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেন। তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই রাজনৈতিক দল ও সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করেন। প্রায় সকল দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২-এর ধারা ৩ ও ৪ লঙ্ঘন[১৯৩] করে দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন এবং বিভিন্ন স্থাপনায় পোস্টার ও প্রচারণাসামগ্রী প্রদর্শন করেন।[১৯৪]

৫.২.২. তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়

তফসিল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচন কমিশন ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্বাচনি এলাকায় সম্ভব্য প্রার্থীদের নিজ খরচে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিদ্যমান সব ধরনের নির্বাচনি প্রচারণাসামগ্রী অপসারণের নির্দেশনা প্রদান করে।[১৯৫] এ লক্ষ্যে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনাও প্রদান করে। কিন্তু, গবেষণার আওতাভুক্ত মোট ৮১.৩ শতাংশ প্রার্থী নির্ধারিত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের প্রচারণাসামগ্রী অপসারণ করেননি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রচারণাসামগ্রী অপসারণ না করার হার ছিল সর্বোচ্চ ৯০.৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৮০.৪ শতাংশ। অন্যদিকে, এনসিপি এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীদের প্রচারণাসামগ্রী

[১৯৩] দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১২, বিস্তারিত দেখুন- http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1084.html, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

[১৯৪] টিআইবি কর্তৃক ৭০টি আসনে মাঠ-পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ।

[১৯৫] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এলাকায় বিদ্যমান সকল প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://hizla.barisal.gov.bd/pages/notices/69787600c4774958d7c3fa81, সর্বশেষ প্রবেশ: ২০ এপ্রিল ২০২৬।

অপসারণ না করার হার যথাক্রমে ৮০ শতাংশ এবং ৭২.২ শতাংশ। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ৫৭.১ শতাংশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রচারণাসামগ্রী অপসারণ করেননি (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮: প্রার্থীদের প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ না করার হার (শতাংশ)



নোট: যেসকল প্রার্থীর প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ করেনি তাদের মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; তথ্য সংগ্রহ: ১৪-১৮ ডিসেম্বর

* অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাসদ, জাকের পার্টি, এবি পার্টি, খেলাফত মজলিস, খেলাফত ইসলাম বাংলাদেশ, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, জাতীয় পার্টি, গণ অধিকার পরিষদ, স্বতন্ত্র

প্রচারণা সামগ্রীর মধ্যে পোস্টার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপসারণ করা হয়নি। দলভিত্তিক ৮১.৭ শতাংশ বিএনপির প্রার্থী, ৮৮.৯ শতাংশ এনসিপি প্রার্থী, ৭২.২ শতাংশ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী এবং ৬০ শতাংশ অন্যান্য দলের প্রার্থী নির্ধারিত সময়ে পোস্টার অপসারণ করেননি। অন্যদিকে,৬১.৭ শতাংশ বিএনপি প্রার্থী, ৩৩.৩ শতাংশ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী, ৩৮.৯ শতাংশ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী, ৩৫ শতাংশ অন্যান্য দলের প্রার্থী এবং ১১.১ শতাংশ এনসিপি প্রার্থী ব্যানার অপসারণ করেননি (সারণি ২০)।

*সারণি ২০: দলভিত্তিক প্রার্থীদের প্রচারণা সামগ্রীর অপসারন না করার হার (%)**

প্রচারণা সামগ্রী	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অন্যান্য**
পোস্টার	৮১.৭	৮৮.৯	৭২.২	৭৭.৮	৬০
ব্যানার	৬১.৭	১১.১	৩৩.৩	৩৮.৯	৩৫
দেয়াল লিখন	৬.৭	০	১.৯	১১.১	৫
বিলবোর্ড	৩১.৭	২২.২	১১.১	৫.৬	২০
গেইট/তোরণ	৬.৭	০	১.৯	৫.৬	০
ফেস্টুন	৪৮.৩	২২.২	৪২.৬	৫৫.৬	৫৫
আলোকসজ্জা	১৩.৩	০	৫.৬	০	০
নির্বাচনি ক্যাম্প	৮.৩	০	৩.৭	৫.৬	০
অন্যান্য**	১৬.৭	১১.১	১৮.৫	১১.১	০

নোট: শুধুমাত্র প্রচারণা সামগ্রী "অপসারণ করা হয়নি" এর মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**একাধিক উত্তর*

*** অন্যান্য প্রচারণা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে স্টিকার, নির্বাচনি প্রতীক।*

৫.৩. গবেষণাভুক্ত আসনে আচরণবিধি প্রতিপালন

নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন এবং এর ব্যত্যয়ে শাস্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইগুলোতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।[১৯৬,১৯৭] গবেষণাভুক্ত ৭০টি আসনে মোট ২১০ জন প্রার্থীর আচরণবিধির ৫৮টি বিষয় প্রতিপালন বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মোট ৯৯ শতাংশ (২০৮ জন) প্রার্থী অন্তত একটি করে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন (সারণি ২১)। শ্রেণীভেদে ১১-২০টি আচরণবিধি লঙ্ঘনের করেছেন সর্বোচ্চ ৩৮.০ শতাংশ প্রার্থী যার মধ্যে বিএনপির ৩১.৮ শতাংশ, এনসিপির ৫৪.৫ শতাংশ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৫১.৯ শতাংশ, জাতীয় পার্টির ৫০.০ শতাংশ এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৩৪.৩ শতাংশ প্রার্থী অন্তর্ভুক্ত আছেন। ১-১০টি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন মোট ২৬.৪ শতাংশ প্রার্থী এবং, ২১-৩০টি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন মোট ২১.৬ শতাংশ প্রার্থী। ২১-৩০টি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিএনপির ৩০.৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ২৮.৮ শতাংশ প্রার্থী রয়েছেন। ৩১-৪০টি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন মোট ১১.৫ শতাংশ প্রার্থী। ৪০টির বেশি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন মোট ২.৫ শতাংশ প্রার্থী। ৪০টির বেশি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিএনপির ৪.৫ শতাংশ এবং স্বতন্ত্রের ৭.১ শতাংশ প্রার্থী রয়েছেন (সারণি ২১)। পর্যবেক্ষণভুক্ত ৭০টি আসনের মধ্যে মাত্র দুইটি আসনে দুইজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণাবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচন কমিশন শোকজ ও জরিমানা করে।

সারণি ২১: আচরণবিধির মোট ৫৮টি বিষয় লঙ্ঘনের দলভিত্তিক প্রার্থীর হার (%)

আচরণবিধি লঙ্ঘন (সংখ্যা)	বিএনপি (৬৬ জন প্রার্থী)	এনসিপি (১১ জন প্রার্থী)	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৫২ জন প্রার্থী)	জাতীয় পার্টি (৬ জন প্রার্থী)	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (৩৫ জন প্রার্থী)	স্বতন্ত্র (১৪ জন প্রার্থী)	অন্যান্য* (২৪ জন প্রার্থী)	সার্বিক (২০৮ জন প্রার্থী)
১-১০	১৯.৭	৪৫.৫	৭.৭	৫০.০	৪৮.৬	১৪.৩	৪৫.৮	২৬.৪
১১-২০	৩১.৮	৫৪.৫	৫১.৯	৫০.০	৩৪.৩	২৮.৬	২৫	৩৮.০
২১-৩০	৩০.৩	-	২৮.৮	-	৫.৭	৩৫.৭	১২.৫	২১.৬
৩১-৪০	১৩.৬	-	১১.৫	-	১১.৪	১৪.৩	১২.৫	১১.৫
৪০ ≥	৪.৫	-	-	-	-	৭.১	৪.২	২.৫

*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ, জনতার দল, জাসদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফলত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।

৫.৩.১ আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন

গবেষণার আওতায় নির্বাচনি আচরণবিধির ৫৮টি বিষয় প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ করা হয়। তা লঙ্ঘনের মধ্যে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন লিফলেট/হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহার করেছেন সর্বাধিক ৮৮.৬ শতাংশ প্রার্থী। দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিএনপির ৯২.৪ শতাংশ, এনসিপির ৮৮.৮ শতাংশ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৯৮.১ শতাংশ, জাতীয় পার্টির ৮৫.৭ শতাংশ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৮৩.৩ শতাংশ, স্বতন্ত্র ৯২.৯ শতাংশ এবং অন্যান্য দলের ৬৬.৭ শতাংশ প্রার্থী এই আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন (সারণি ২২)।

একইভাবে, নির্ধারিত ৬০ ডেসিবেলের বেশি শব্দমাত্রায় মাইক ব্যবহার করেছেন ৮৮.১ শতাংশ প্রার্থী। এ ক্ষেত্রে বিএনপির ৯৩.৯ শতাংশ, এনসিপির ৮৮.৮ শতাংশ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৯৪.২ শতাংশ, জাতীয় পার্টির ৭১.৪ শতাংশ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৭৫.০ শতাংশ, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ১০০ শতাংশ এবং অন্যান্য দলের ৭৯.২ শতাংশ প্রার্থী এই আচরণবিধি

[১৯৬]সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০২৫, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2025/11/mFUVXLxJXGnPmewdd590biNUP4bUQaVXcmKVPadw.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

[১৯৭] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (Representation of the People Order, ১৯৭২), সংশোধিত পাঠ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন- https://asset.ecs.gov.bd/media/uploaded_files/notices/2021/09/y5uF4BDtpvGHIZGzPTgBJOWqyu9u28vh7XjZzF8q.pdf, সর্বশেষ প্রবেশ: ১৮ আগস্ট ২০২৬।

লঙ্ঘন করেছেন। এছাড়া, পোস্টার ছাপানো ও টাঙানোর নিষিদ্ধ হলেও মোট ৮২.৯ শতাংশ প্রার্থী তা অমান্য করেছেন। যানবাহনসহ মিছিল, শোডাউন বা কনসার্ট আয়োজন করেছেন ৭৯.০ শতাংশ প্রার্থী (সারণি ২২)।

সারণি ২২: আচরণবিধির ধরণ অনুসারে তা লঙ্ঘনের দলভিত্তিক প্রার্থীর হার (%)

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার, বিলবোর্ড ব্যবহার	৯২.৪	৮১.৮	৯৮.১	৮৫.৭	৮৩.৩	৯২.৯	৬৬.৭	৮৮.৬
৬০ ডেসিবেলের অধিক শব্দমাত্রায় মাইক ব্যবহার	৯৩.৯	৮১.৮	৯৪.২	৭১.৪	৭৫.০	১০০.০	৭৯.২	৮৮.১
পোস্টার ছাপানো এবং টাঙানো	৯২.৪	৬৩.৬	৯৬.২	২৮.৬	৭২.২	৯২.৯	৬২.৫	৮২.৯
যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন, কনসার্ট ইত্যাদি	৯২.৪	৭২.৭	৯৬.২	৪২.৯	৫২.৮	৯২.৯	৫০.০	৭৯.০
ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ এবং পিভিসি অথবা অপচনশীল দ্রব্যের ব্যবহার	৬৮.২	৩৬.৪	৭৬.৯	২৮.৬	৫২.৮	৮৫.৭	৫০.০	৬৩.৮
প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিসহ ৫ (পাঁচ) জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৭৮.৮	৩৬.৪	৬৫.৪	৫৭.১	৪৪.৪	৫৭.১	৪৫.৮	৬১.৪
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৮০.৩	৩৬.৪	৭৩.১	০.০	৩৬.১	৬৪.৩	৩৭.৫	৬০.০
'দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক ব্যবহার	৭২.৭	৪৫.৫	৬৩.৫	৪২.৯	৩৬.১	৭১.৪	৪৫.৮	৫৮.৬
ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	৬৫.২	২৭.৩	৭৫.০	২৮.৬	৪৭.২	৫৭.১	৩৭.৫	৫৭.৬
নির্বাচনি এলাকায় ২০টির বেশি বিলবোর্ড টাঙানো	৭৭.৩	২৭.৩	৭৫.০	০.০	৩০.৬	৫৭.১	১২.৫	৫৪.৮
নির্বাচনি ক্যাম্পে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান	৬৯.৭	২৭.৩	৫৭.৭	৪২.৯	৪১.৭	৫৭.১	২৯.২	৫৩.৩
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি	৬৬.৭	৩৬.৪	৫১.৯	২৮.৬	২৫.০	৬৪.৩	২০.৮	৪৭.৬

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
প্রার্থীর নিজের এবং দলীয় প্রধানের ছবি এবং প্রতীক ছাড়া অন্য কোনো প্রতীক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার	৮৩.৩	২৭.৩	৩৬.৫	০.০	১৩.৯	৬৪.৩	১৬.৭	৪৫.২
ইউনিয়ন, পৌরসভা কিংবা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৬৮.২	২৭.৩	৫১.৯	১৪.৩	১৯.৪	৫৭.১	১৬.৭	৪৫.২
ফেস্টুনের আয়তন ১৮" X ২৪" এর বেশি	৫৭.৬	০.০	৫১.৯	০.০	৩০.৬	৪২.৯	২৯.২	৪২.৪
ব্যানারের আয়তন ১০ ফুট X ৪ ফুট এর বেশি	৫৯.১	৯.১	৪৮.১	১৪.৩	২২.২	৪২.৯	২৫.০	৪১.০
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন ভোটার স্লিপ	৪৮.৫	৩৬.৪	৪৬.২	২৮.৬	২৭.৮	৪২.৯	২৫.০	৪০.০
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ	৫৪.৫	২৭.৩	৫০.০	৪২.৯	১৩.৯	২৮.৬	৮.৩	৩৭.৬
নির্বাচনের আগে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	৫০.০	৯.১	৩০.৮	০.০	২২.২	৬৪.৩	২০.৮	৩৪.৩
ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কারো চেহারা বিকৃত করা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত মনগড়া তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর আধেয় (কনটেন্ট) তৈরি ও প্রচার	৪৫.৫	০.০	৪৬.২	১৪.৩	১৬.৭	৩৫.৭	১২.৫	৩২.৯
বিলবোর্ড এর আয়তন ১৬ ফুট X ৯ ফুট এর বেশি	৪২.৪	১৮.২	৩৬.৫	২৮.৬	১৯.৪	২৮.৬	১৬.৭	৩১.৪
নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো প্রকার ড্রোন বা কোয়াডকোপ্টার ব্যবহার	৪৭.০	৩৬.৪	৪২.৩	১৪.৩	২.৮	৪২.৯	০.০	৩১.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৪৩.৯	৯.১	৩৬.৫	১৪.৩	১১.১	৪২.৯	১৬.৭	৩০.৫
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল	৪৭.০	৩৬.৪	২৫.০	০.০	১৬.৭	৫৭.১	৪.২	৩০.০
গেইট বা তোরণ নির্মাণ	৪৭.০	০.০	২৮.৮	০.০	১৩.৯	৩৫.৭	৪.২	২৭.১

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
ভোট শুরুর পূর্বের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রচারণা	৩৪.৮	১৮.২	২৮.৮	২৮.৬	১৬.৭	২৮.৬	২০.৮	২৭.১
অনুমতি গ্রহণ না করে জনসভা	৪২.৪	৯.১	২৫.০	১৪.৩	১৬.৭	৩৫.৭	৪.২	২৬.২
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদির ওপর অন্য প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ফেস্টুন, ব্যানার লাগানো বা ক্ষতিসাধন	৪৩.৯	৯.১	২৮.৮	০.০	০.০	৪২.৯	১৬.৭	২৬.২
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, কোনো তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দান	৩৪.৮	২৭.৩	২৫.০	১৪.৩	০.০	৫০.০	১৬.৭	২৪.৩
ভোটারদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্রহনন কিংবা সুনাম নষ্ট করার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে সম্পাদনা (এডিট), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কোনো মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমূলক, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর আধেয় (কনটেন্ট) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার	১৯.৭	০.০	৩৮.৫	২৮.৬	১৬.৭	২১.৪	১২.৫	২২.৪
বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৩৬.৪	০.০	২১.২	০.০	৮.৩	৫০.০	১৬.৭	২৩.৩
নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা উস্কানিমুলক ভাষা ব্যবহার করা	৩৬.৪	৯.১	২১.২	১৪.৩	২.৮	২৮.৬	১৬.৭	২১.৯
প্রার্থীর বা তাহার পক্ষের কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ	৩০.৩	১৮.২	২১.২	২৮.৬	১৩.৯	২১.৪	৮.৩	২১.৪
প্রার্থীর কোনো প্রকার সংবর্ধনা গ্রহণ	৩৪.৮	৯.১	২১.২	০.০	০.০	৪২.৯	৮.৩	২০.৫

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন বা এসংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ	৩৭.৯	৯.১	১৭.৩	১৪.৩	৮.৩	১৪.৩	৪.২	২০.০
প্রচারণায় নির্বাচনি প্রতীক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি	১৫.২	০.০	৪০.৪	০.০	১১.১	২৮.৬	৪.২	১৯.০
সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন	৩১.৮	০.০	১৭.৩	০.০	৮.৩	২৮.৬	১২.৫	১৯.০
লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের আয়তন ৮.২৭" X ১১.৬৯" (অ৪) এর বেশি	২৪.২	০.০	১৭.৩	০.০	২২.২	২১.৪	৮.৩	১৮.১
অনভিপ্রেত গোলোযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ	৩০.৩	০.০	১১.৫	১৪.৩	৫.৬	৪২.৯	৮.৩	১৭.৬
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা	৩৩.৩	০.০	৫.৮	১৪.৩	২.৮	৩৫.৭	৪.২	১৫.৭
ভোটার স্লিপ এর আয়তন ১২ সে.মি. X ৮ সে.মি. এর অধিক	২৭.৩	১৮.২	১৩.৫	০.০	৮.৩	১৪.৩	৪.২	১৫.৭
পোস্টারে কোনো অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিতে ছবি ছাপানো	২১.২	০.০	১১.৫	০.০	৫.৬	২৮.৬	৪.২	১২.৯
দেওয়ালে লিখে বা অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	১৩.৬	০.০	৫.৮	০.০	২২.২	৭.১	৪.২	১০.৫
সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি স্থানে প্রচার বা অবস্থান	৯.১	৯.১	১৩.৫	০.০	২.৮	৭.১	০.০	৭.৬
দল বা প্রার্থী কর্তৃক সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার বা এখানে অবস্থান	৯.১	৯.১	১৩.৫	০.০	২.৮	৭.১	০.০	৭.৬
বিদেশে নির্বাচন কেন্দ্রিক কোন প্রকার জনসভা, পথসভা, সভা সমাবেশ বা কোন প্রকার প্রচার-প্রচারণা	১২.১	০.০	৭.৭	০.০	২.৮	১৪.৩	৪.২	৭.৬
প্রার্থী সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের	১৩.৬	০.০	৫.৮	০.০	৫.৬	৭.১	০.০	৭.১

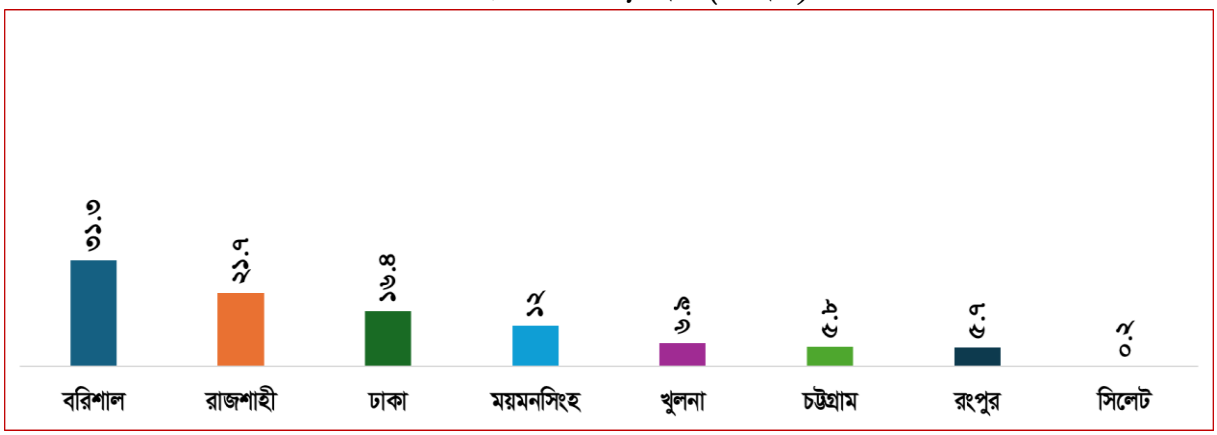
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	বিএনপি	এনসিপি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	জাতীয় পার্টি	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	স্বতন্ত্র	অন্যান্য*	সার্বিক
তহবিল থেকে কোন ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান								
নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার	৯.১	১৮.২	৩.৮	১৪.৩	০.০	১৪.৩	৪.২	৬.৭
নির্বাচনি প্রচারণায় হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা (দলীয় প্রধান ও সাধারন সম্পদক ব্যতীত) এবং প্রচার সামগ্রী বিতরন	১৩.৬	০.০	৩.৮	১৪.৩	০.০	৭.১	৪.২	৬.৭
কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ	১০.৬	০.০	৫.৮	১৪.৩	২.৮	০.০	৪.২	৬.২
মনোনীত প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বা সদস্য থেকে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	৪.৫	০.০	৭.৭	০.০	৫.৬	০.০	৮.৩	৫.২
নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন	৬.১	০.০	৫.৮	১৪.৩	০.০	৭.১	৪.২	৪.৮
নির্বাচনি প্রচারণায় প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার	৭.৬	০.০	১.৯	১৪.৩	০.০	১৪.৩	০.০	৪.৩
প্রচারণার অংশ হিসেবে আলোকসজ্জা	১.৫	০.০	১.৯	০.০	০.০	০.০	০.০	১.০
নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র ব্যবহার	১.৫	০.০	১.৯	০.০	০.০	০.০	০.০	১.০
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন	১.৫	০.০	০.০	০.০	০.০	৭.১	০.০	১.০
নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মাঝে ফায়ার আর্মস বা অন্য কোনো আর্মস বহন	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০

*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ, জনতার দল, জাসদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফল্লত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।

৫.৪.১. তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সংঘাত ও সংঘর্ষ

নির্বাচনি প্রচারণাকে কেন্দ্র করে পর্যবেক্ষণভুক্ত আসনগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল একই দলের প্রার্থীদের মধ্যে মারামারি, প্রতিপক্ষের প্রচারণায় হামলা, নির্বাচনি ক্যাম্প বা কার্যালয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সংঘাত ইত্যাদি।

চিত্র ৯: বিভাগভিত্তিক গড় সংঘর্ষ (শতাংশে)



গবেষণাভুক্ত আসনগুলোর মধ্যে বরিশাল বিভাগে সর্বাধিক ৩১.৩ শতাংশ সংঘর্ষ ঘটেছে। রাজশাহীতে ২১.৭ শতাংশ, ঢাকা বিভাগে ১৬.৮ শতাংশ, ময়মনসিংহে ১২ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৬.৯ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫.৮ শতাংশ এবং বরিশাল বিভাগে ৫.৭ শতাংশ এবং সিলেট বিভাগে ০.২ শতাংশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে (চিত্র ৯)।

৫.৪.২ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি

প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণায় সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি। এ বিষয়ে মোট ২০৩ জন (৯৬.৭ শতাংশ) প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উভয় বিষয়েই মোট ২০১ জন প্রার্থী (৯৫.৭ শতাংশ) অঙ্গীকার করেন। এছাড়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ১৯৯ জন প্রার্থী (৯৪.৮ শতাংশ), শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ে ১৯৭ জন প্রার্থী (৯৩.৮ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বিষয়ে ১৯৩ জন প্রার্থী (৯১.৯ শতাংশ) অঙ্গীকার করেন। অন্যদিকে, নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্কার-সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ১৮৫ জন প্রার্থী (৮৮.১ শতাংশ) প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। একই সংখ্যক প্রার্থী কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কেও অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়া, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন মোট ১৭৬ জন প্রার্থী (৮৩.৮ শতাংশ)। ১১৫ জন প্রার্থী (৫৪.৮ শতাংশ) অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন নির্বাচনি প্রচারণায়। এর মধ্যে রয়েছে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান, ইসলামি শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন, নদীভাঙন ও বন্যা প্রতিরোধ এবং বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়ন অন্যতম (সারণি ২৩)।

সারণি ২৩: প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি

নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি*	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন	২০৩	৯৬.৭
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২০১	৯৫.৭
সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ	২০১	৯৫.৭
অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯৯	৯৪.৮
শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৯৭	৯৩.৮
স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন	১৯৩	৯১.৯

নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি*	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
সংস্কার-সংক্রান্ত (নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত, মানবাধিকার সুরক্ষা, নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি, দুর্নীতি দমন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ)	১৮৫	৮৮.১
কৃষির উন্নয়ন	১৮৫	৮৮.১
নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন	১৭৬	৮৩.৮
অন্যান্য (ফ্যামিলি কার্ড প্রদান, ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন, নদী ভাঙ্গন ও বন্যা প্রতিরোধ ইত্যাদি)	১১৫	৫৪.৮

* একাধিক উত্তর

৫.৫. গবেষণাভুক্ত আসনে প্রার্থীদের প্রচারণা ব্যয়

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থীর ব্যয়, তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থীর ব্যয় এবং অনুমোদিত সময়ে প্রার্থীর ব্যয় এই তিন ধাপে প্রার্থীদের প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত গবেষণায় সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১)। আদেশের অনুচ্ছেদ ৪৪ (খ)-এর উপধারা (৩) অনুযায়ী, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়- তাকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তার জন্য ব্যয়কৃত অর্থসহ ভোটার প্রতি ১০ টাকা হারে নির্ধারিত অর্থ, অথবা ২৫ লাখ টাকার মধ্যে যেটি বেশি, তার অধিক হতে পারবে না। এক্ষেত্রে ভোটারসংখ্যা বেশি হলে অনুমোদিত ব্যয়সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভোটারসংখ্যা কম হলে অনুমোদিত ব্যয়সীমা হ্রাস পেয়েছে। ফলে তিনশত অসনে ভোটারের সংখ্যা অনুসারে প্রার্থীদের অনুমোদিত ব্যয়সীমা ২৫ লাখ টাকা থেকে ৮৪ লাখ টাকার মধ্যে ছিল।

উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনে ভোটারের সংখ্যার ভিত্তিতে অনুমোদিত খরচের সর্বনিম্ন সিলিং ২৫ লাখ অতিক্রম করায় ব্যয়সীমা নির্ধারণে ভোটারপ্রতি ১০ টাকা হার প্রয়োগ করে অসনগুলোর অনুমোদিত ব্যয়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি আসনের মোট ভোটারসংখ্যাকে ১০ দিয়ে গুণ করে সংশ্লিষ্ট আসনের সর্বোচ্চ অনুমোদিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের সর্বোচ্চ অনুমোদিত ব্যয়সীমার গড় নির্ধারন করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোর প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমা ৪৪ লাখ ২৪ হাজার ৮৭৭ টাকা। তার বিপরীতে প্রার্থীরা গড়ে ব্যয় করেছেন ১ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৩২ টাকা। প্রার্থীরা সার্বিকভাবে ব্যয়সীমা থেকে গড়ে ৭৪ লাক্ষ ৯৮ হাজার ৯৫৫ টাকা ব্যয় করেছেন যা নির্ধারিত সীমার ১৬৯.৫ শতাংশ বেশি (সারণি ২৪)।

সারণি ২৪: প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসন)

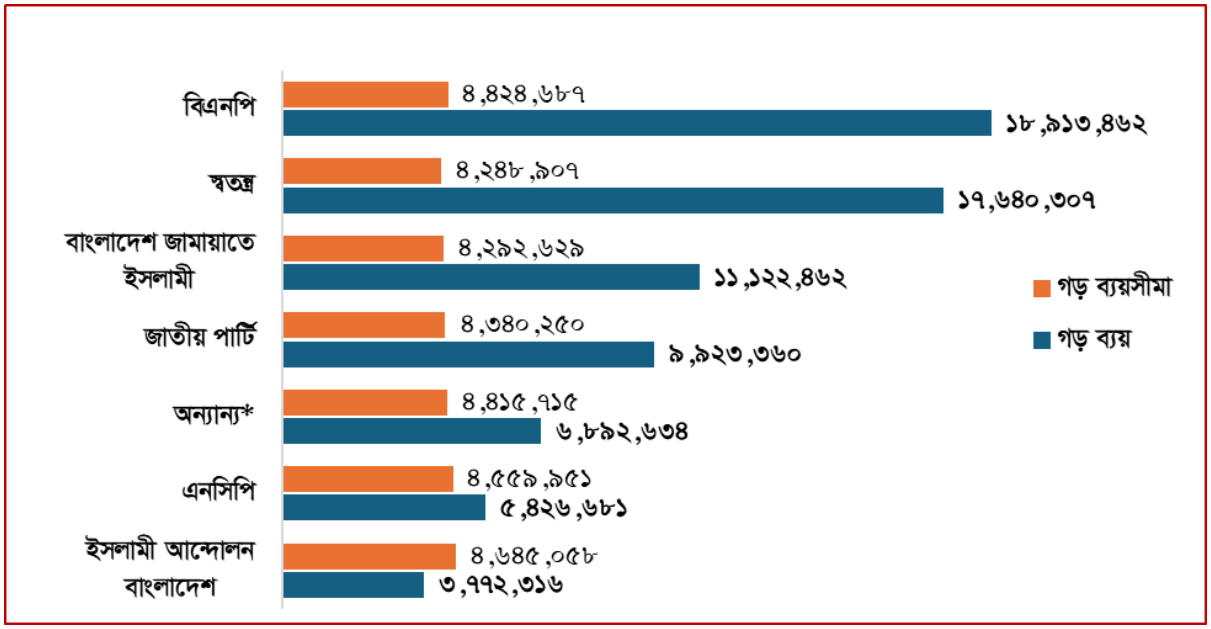
আসন অনুযায়ী গড় ব্যয় ও ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা (ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে)						ব্যয়সীমা থেকে বেশি/কম ব্যয় (শতাংশ)
রাজনৈতিক দল (প্রার্থীর সংখ্যা/জন)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব সময় (৪ - ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্যন্ত (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত (২২ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	সার্বিক ব্যয়	নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা	
বিএনপি (৬৬)	২০,৫২,২৮১	৩৭,৪৩,১৮০	১,৩১,১৮,০০১	১,৮৯,১৩,৪৬২	৪৪,২৪,৬৮৭	৩২৭.৫
স্বতন্ত্র (১৪)	৬৮,৫২,৯৪৩	১৪,৪৮,২৬৭	৯৩,৩৯,০৯৭	১,৭৬,৪০,৩০৭	৪২,৪৮,৯০৭	৩১৫.২
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৫২)	১৪,১১,৮৬০	১১,০৮,১৬৯	৮৬,০২,৪৩৩	১,১১,২২,৪৬২	৪২,৯২,৬২৯	১৫৯.১
জাতীয় পার্টি (৭)	৩,২১,০০০	৩,৬৪,০৪৫	৯২,৩৮,৩১৫	৯৯,২৩,৩৬০	৪৩,৪০,২৫০	১২৮.৬

আসন অনুযায়ী গড় ব্যয় ও ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা (ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে)						ব্যয়সীমা থেকে বেশি/কম ব্যয় (শতাংশ)
রাজনৈতিক দল (প্রার্থীর সংখ্যা/জন)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব সময় (৪ - ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্যন্ত (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত (২২ জানুয়ারি - ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	সার্বিক ব্যয়	নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা	
অন্যান্য* (২৪)	২,০৯,৪০৬	৪,৯৭,৩৬৬	৬১,৮৫,৮৬২	৬৮,৯২,৬৩৪	৪৪,১৫,৭১৫	৫৬.১
এনসিপি (১১)	১,৯১,৬৭০	৩,৫২,৪০৪	৪৮,৮২,৬০৭	৫৪,২৬,৬৮১	৪৫,৫৯,৯৫১	১৯.০
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (৩৬)	৮,৩৬,০৮৯	৩,৪০,২৯৬	২৫,৯৫,৯৩১	৩৭,৭২,৩১৬	৪৬,৪৫,০৫৮	-১৮.৮

*অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ, জনতার দল, জাসদ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফল্ত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এবি পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।

প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমার বিপরীতে গড় ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় বিএনপি প্রার্থীরা গড় ব্যয়সীমা ৪৪ লাখ ২৪ হাজার ৬৮৭ টাকার বিপরীতে গড়ে ১ কোটি ৮৯ লাখ ১৩ হাজার ৪৬২ টাকা ব্যয় করেছেন; স্বতন্ত্র প্রার্থীরা গড় ব্যয়সীমা ৪২ লাখ ৪৮ হাজার ৯০৭ টাকার বিপরীতে গড়ে ১ কোটি ৭৬ লাখ ৪০ হাজার ৩০৭ টাকা ব্যয় করেছেন; বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা তাদেও গড় ব্যয়সীমা ৪২ লাখ ৯২ হাজার ৬২৯ টাকার বিপরীতে গড়ে ১ কোটি ১১ লাখ ২২ হাজার ৪৬২ টাকা ব্যয় করেছেন; এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা তাদের গড় ব্যয়সীমা ৪৩ লাখ ৪০ হাজার ২৫০ টাকার বিপরীতে ৯৯ লাখ ২৩ হাজার ৩৬০ টাকা ব্যয় করেছেন এবং (চিত্র ১০)।

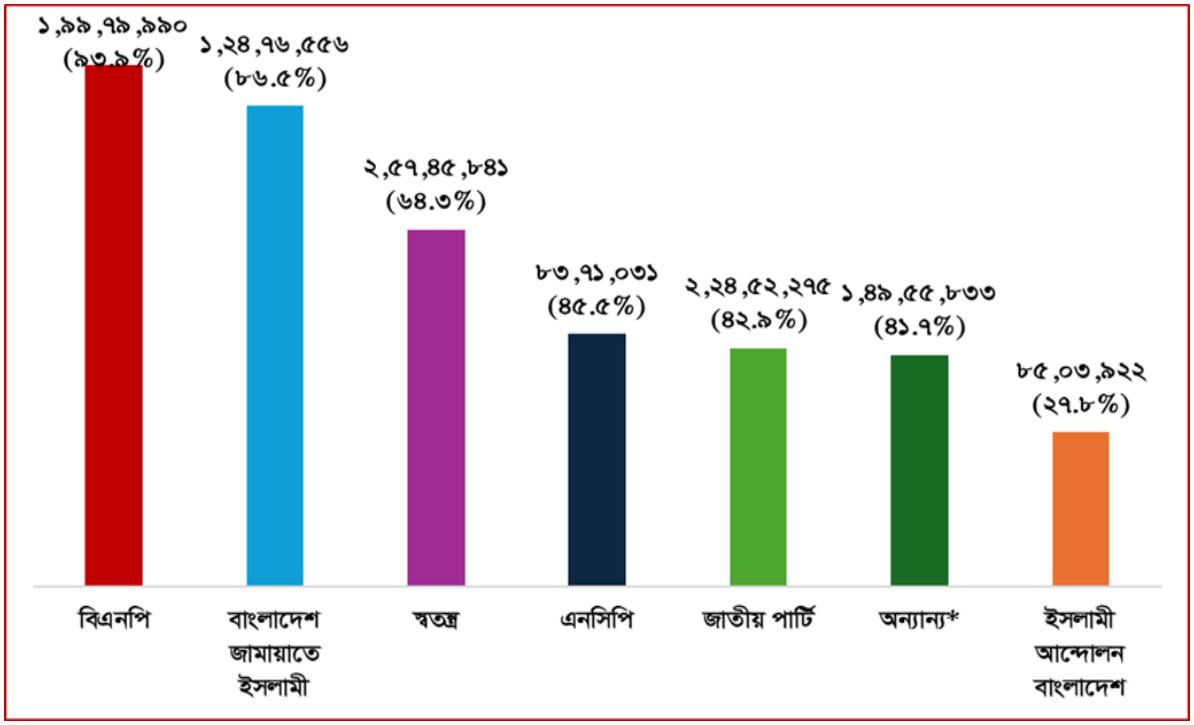
চিত্র ১০: প্রার্থীদের সর্বোচ্চ গড় ব্যয়সীমার বিপরীতে গড় ব্যয় (টাকায়/ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসাবে)



*অন্যান্য দল: জাসদ, জাকের পার্টি, এবি পার্টি, খেলাফত মজলিস, খেলাফত ইসলাম বাংলাদেশ, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, জাতীয় পার্টি, গণ অধিকার পরিষদ

সার্বিকভাবে, ৬৮.৬ শতাংশ (১৪৪ জন) প্রার্থী নির্বাচনি প্রচারণা ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। ব্যয়সীমা অতিক্রান্ত প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০১ টাকা ব্যয় করেছেন। দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের অনেকে ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন যেখানে বিএনপির ৯৩.৯ শতাংশ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৮৬.৫ শতাংশ, স্বতন্ত্রের ৬৪.৩ শতাংশ এবং এনসিপির ৪৫.৫ শতাংশ প্রার্থী ব্যয়সীমা অতিক্রম করেছেন। এছাড়া, জাতীয় পার্টির ৪২.৯ শতাংশ, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ৪১.৭ শতাংশ, এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৪১.৭ শতাংশ প্রার্থী নির্ধারিত ব্যায় সীমা অতিক্রম করেন (চিত্র ১১)।

চিত্র ১১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলভিত্তিক প্রার্থীর ব্যয়সীমা অমান্যের হার ও তাদের গড় ব্যয় (ভোটার প্রতি ১০ টাকা ধরে)



* অন্যান্য দল: জাসদ, জাকের পার্টি, এবি পার্টি, খেলাফত মজলিস, খেলাফত ইসলাম বাংলাদেশ, গণফোরাম, গণসংহতি আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, জাতীয় পার্টি, গণ অধিকার পরিষদ ।

৫.৬. গবেষণাভুক্ত আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭০টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসনে এক বা একাধিক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। সর্বাধিক ১৮টি আসনে ভোটারদের কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। ১৫টি আসনে এক বা একাধিক জাল ভোট প্রদানের ঘটনা এবং ১৩টি আসনে ভোটারদের নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। নির্বাচনি বিধি লঙ্ঘন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বা অন্যান্য অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা ৯টি আসনে পরিলক্ষিত হয়। রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ নির্বাচনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণের তথ্য উঠে আসে ৬টি আসনে। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ব্যালট পেপারে সিল মারার ঘটনা ঘটেছে ৫টি আসনে। সাংবাদিকদের ভোটকেন্দ্রে তথ্য সংগ্রহে বাধা প্রদান এবং ভোট গণনায় অনিয়মের ঘটনা ৭টি করে আসনে ঘটেছে। তথ্যপ্রবাহে বাধা বা যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে ৪টি করে আসনে। ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া, নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কাজে বাধা প্রদান এবং অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ১টি করে আসনে ঘটেছে (সারণি ২৫)।

সারণি ২৫: গবেষণাভুক্ত ৪০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন*	আসন সংখ্যা
ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা	১৮
জাল ভোট দেওয়া	১৫
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	১৩

অনিয়মের ধরন*	আসন সংখ্যা
বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা	৯
ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের বাধা প্রদান	৭
ভোট গণনায় জালিয়াতির অভিযোগ	৭
বুথ দখল করা	৬
প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	৬
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ভোটারদের অসহযোগীতা	৬
রিটার্নিং অফিসারসহ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম	৬
ভোট গ্রহণের আগেই ব্যলটে সিল মারা	৫
যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা (গণমাধ্যমকর্মী এবং নির্বাচন আয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মটরযান ও যানবাহন চলাচলে বাধা)	৪
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ	৪
ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া	১
নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান	১
অন্যান্য	১

*একাধিক উত্তর

নির্বাচনের আগের রাত থেকে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে প্রভাব বিস্তারসহ একাধিক অনিয়মের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনের আগের রাত থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত নগদ অর্থ, বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু ভোটারের কাছ থেকে জোরপূর্বক নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় এবং তা অমান্য করলে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনের আগের রাতে একটি ভোটকেন্দ্রের সিসিটিভি ক্যামেরা চুরির ঘটনা ঘটে।[১৯৮]

নির্বচনের দিন ভোটকেন্দ্রের বাইরে ছোট আকারের মিছিল, ভোটারদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা এবং নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনার জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।[১৯৯] কয়েকটি কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ এবং কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা বজায় না রাখা, নির্দিষ্ট প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা এবং রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে আপ্যায়ন গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তার অসহযোগিতাপূর্ণ ও অশোভন আচরণের বিষয়ে একাধিক তথ্যদাতা জানান। একই ব্যক্তির একাধিকবার ভোট প্রদান, ভোট গণনায় অস্বাভাবিক বিলম্বের মাধ্যমে ফলাফল প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং পুনরায় ভোট গণনার সময় কারচুপির অভিযোগও উল্লেখযোগ্য। কিছু কেন্দ্রে ভোট গণনা শুরুর আগেই পোলিং এজেন্টদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ এবং ফলাফল শিট সরবরাহে অস্বাভাবিক বিলম্বের অভিযোগ রয়েছে। কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও ব্যালট বাক্সে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।[২০০] ভোটকেন্দ্রের বাইরেও রাজনৈতিক সহিংসতা ও ভয়ভীতিমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে উঠে আসে। প্রার্থীর সমর্থক ও ভোটারদের হুমকি-ধামকি প্রদান, সমর্থকদের মারধর এবং বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

৫.৬.১. নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়মের অভিযোগ ও প্রতিকার

নির্বাচনের দিন ৪০টি আসনে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩২টি আসনে অভিযোগ দায়ের করেন প্রতিপক্ষের প্রার্থীরা। এর মধ্যে থেকে ২৪টি আসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভোটগ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ এবং ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রার্থীদের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরও প্রত্যাশিত প্রতিকার না পাওয়ার অভিযোগ

[১৯৮] মূখ্য তথ্যদাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি।
[১৯৯] মূখ্য তথ্যদাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি।
[২০০] মূখ্য তথ্যদাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি।

রয়েছে কিছু ক্ষেত্রে। কিছু আসনে পুনরায় ভোট গণনার দাবিতে আপিলের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে তথ্যদাতারা জানান। [২০১]

৫.৭. গবেষণাভুক্ত আসনের নির্বাচনি ফলাফল

গবেষণাভুক্ত ৭০টি আসনে ৬৫ জন (৯২.৯ শতাংশ) বিএনপি প্রার্থী জয়লাভ করেন। অন্যদিকে, এনসিপি থেকে ২ জন (২.৯ শতাংশ) প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং গণ অধিকার পরিষদ এই তিনটি দল থেকে ১ জন করে প্রার্থী জয়ী হন (সারণি ২৬)।

সারণি ২৬: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের দলগত পরিচয়

দল	বিজয়ী প্রার্থী	
	সংখ্যা	শতকরা হার
বিএনপি	৬৫	৯২.৯
এনসিপি	২	২.৯
খেলাফত মজলিস	১	১.৪
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১	১.৪
গণ অধিকার পরিষদ	১	১.৪
মোট	**৭০**	**১০০.০০**

৫.৮ নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত

নির্বাচনের পরবর্তী ছয় দিনে গবেষণাভুক্ত আসগগুলোতে মোট ২৪১টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে প্রতিপক্ষের ভোটার-কর্মী ও সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত ১০৫টি ঘটনা। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ৬১টি সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘর, কার্যালয় বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ৩৫টি হামলার ঘটনা ঘটে।

একই দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে ১৭টি সংঘর্ষ, বোমা বা বিস্ফোরক এবং অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের ৮টি ঘটনা, এবং জোরপূর্বক অর্থ বা চাঁদা আদায়ের ৫টি ঘটনা ঘটে। এছাড়া নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর হামলার ঘটনা ৪টি করে ঘটে। প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ২ টি (সারণি ২৭)।

সারণি ২৭: নির্বাচন পরবর্তী সংঘাত: প্রথম ৬দিন

নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি	সহিংসতার সংখ্যা
প্রতিপক্ষের ভোটার-কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন	১০৫
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ	৬১
রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকের বাড়িঘর ও অফিস ভাঙচুর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ	৩৫
একই দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষ	১৭
বোমা বিস্ফোরণ ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারজনিত গুলিবর্ষণের ঘটনা	৮
প্রতিপক্ষ-সমর্থক-ভোটারদের থেকে জোরপূর্বক অর্থ বা চাঁদা আদায়	৫
ফলাফল প্রত্যাখান করে বিক্ষোভ	৪
ধর্মীয় ও জাতীগত সংখ্যালঘু ভোটারদের উপর হামলা	৪
প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ	২
মোট	**২৪১**

[২০১] মূখ্য তথ্যদাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি।

৫.৯. উপসংহার

নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকলেও আচরণবিধি প্রতিপালন, নির্বাচনি ব্যয়ের স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম ও সহিংসতার পূর্ববর্তী নির্বাচনের ধারাবাহিকতারই প্রকাশ।

অধ্যায় ছয়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটা অবাধ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক ছিল তা এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ জন্য নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ নির্বাচন আয়োজন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচন আয়োজনের প্রতিটি ধাপেই বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য নিম্নরূপ

- শুরুতে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও, ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচনি কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা বজায় রেখেছেন। ফলে নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, আন্তঃদলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত বজায় ছিল।

- নির্বাচনি সহিংসতার পাশাপাশি পতিত কর্তৃত্ববাদী শক্তির ঘোষিত নির্বাচন বিরোধী তৎপরতার ফলে অস্থিতিশীলতা এবং ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করেছে।

- পূর্বের ন্যায় রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশী, পুরুষতান্ত্রিক ও গরিষ্ঠতান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার শুধু অব্যাহতই রাখেননি, বরং বিশেষ করে অর্থ ও ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য অংশীজনের প্রয়াস ও সক্ষমতা দৃশ্যমান ছিল। তবে, রাজনৈতিক সংঘাত এবং নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা প্রতিরোধে কমিশনের উপর আরোপিত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি।

- ৯৯ শতাংশ প্রার্থী আচরণবিধির ৫৮টি বিষয়ের মধ্যে কোন না কোনটি লঙ্ঘন করেছেন।

- অনলাইন ও অফলাইন প্রচরণাসহ নির্বাচনের প্রায় প্রতিটি স্তরে দল এবং প্রার্থীরা আচরণবিধির ব্যাপক লঙ্ঘনসহ বিবিধ অনিয়ম করলেও কমিশনের সীমাবদ্ধতার কারণে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। যার ফলে নির্বাচনে সকল দল এবং প্রার্থীর জন্য প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র এবং সকল শ্রেণির ভোটারদের জন্য পরিপূর্ণ সম-অধিকারভিত্তিক সুস্থ, নিরপেক্ষ ও নিরাপদ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

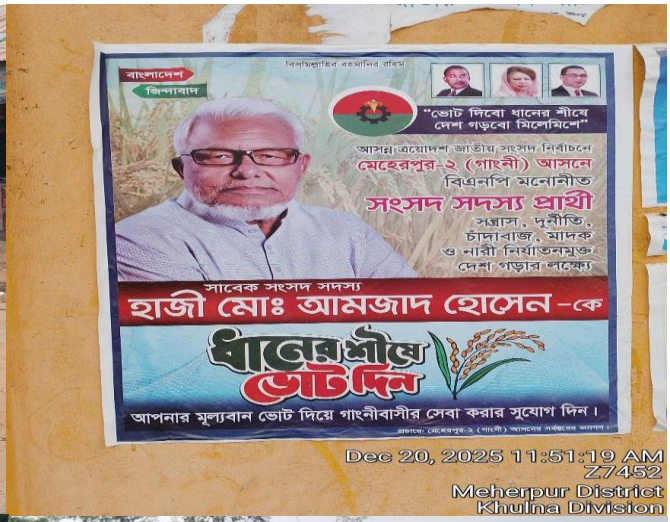
- নির্বাচন আয়োজনে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে, বিশেষকরে, প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের একাংশের মধ্যে সুস্থ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে ব্যাপক অনিয়ম ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয় ছিল

- নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনকে অসহযোগিতার মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনেকের ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ ক্রমাগত দৃশ্যমান হয়েছে
- নির্বাচনি আচরণবিধি মান্য করার অঙ্গিকার করলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সেই অঙ্গিকার রক্ষা করেনি। প্রার্থীরা তাদের নির্ধারিত খরচের সীমা অতিক্রমের চর্চা অব্যাহত রেখেছে
- প্রচারণা ব্যয়ের সীমা অনলাইন ও অফলাইন একক ও যৌথভাবে ব্যাপক লঙ্ঘিত হয়েছে-শীর্ষ দুই দল বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই লঙ্ঘনের মাত্রা সর্বাধিক। অফলাইন বা প্রত্যেক্ষ প্রচারণা ব্যয় লঙ্ঘন হয়েছে নির্ধারিত সীমার তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ থেকে প্রায় ৩২৮ শতাংশ। শীর্ষে বিএনপি (৩২৭.৫%), স্বতন্ত্র (৩১৫.২%), জামায়াত (১৫৯.১%), জাতীয় পার্টি (১২৮.৬%), এনসিপি (১৯.০%)
- সার্বিকভাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে আচরণবিধি প্রতিপালনে পরিপূর্ণ সফল হয়নি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন হলেও রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের অনেকের মধ্যে "বিজয়ী হতেই হবে" এই চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

****

পরিশিষ্ট ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের চিত্র









পরিশিষ্ট ২: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের খাতভিত্তিকী গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত/টাকায়)

ব্যয়ের খাত	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয়	তফসিল ঘোষণা থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্যন্ত গড় ব্যয়	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয়
মনোনয়নের জন্য পার্টিতে চাঁদা	২,৫১,৬৪৩	৩,০৮,৯৪৮	-
একরঙা পোস্টার	১৫,২১৫	৮১৬	১১,৮৪৩
একাধিক রঙের পোস্টার	৬১,৯৯২	১,৭০৩	৩,৬১৬
ব্যানার	১,২৩,৩০৯	৬,৫৫১	৪,২১,৬৬৯
লিফলেট/হ্যান্ডবিল	৮১,৪০৭	১৭,৩৩৫	২,৬১,১০৭
বিলবোর্ড	১,০০,৯৯৬	১,৯০০	৯২,৮২৮
দেওয়াল লিখন	২,৫৩০	১৬৭	৮৫
র‍্যালি / মিছিল	১,০৬,৮২৬	৭২,৩৬৪	৪,৩৬,৮৫১
নির্বাচনি প্রতীক তৈরি ও প্রদর্শন	৬,১৮১	৭০৩	৩৭,৪১০
জনসভা	১,৯২,৫০২	৭৯,৮৭৪	৫,১৪,৬৮৪
মাইকিং	৩,৫৮৮	১,৫৪৬	৩,০৬,২৮৮
তোরণ	২৫,১৮৬	৩৩৩	৩,৫২৬
জনসংযোগ	১,২৮,৬৫০	৪,৫০,৯৮৫	১০,১৭,৩৬৩
যাতায়াত/পরিবহন ব্যয়	৪৩,৩০৯	১,০৫,৯০১	৭,৮১,১৭৮
আপ্যায়ন ব্যয়	৪০,৩৮৩	১,৩৪,০০৯	৮,৪০,৮১১
দলীয় এজেন্ট এবং কর্মীদের জন্য ব্যয়	১৮,০৬৫	২২,৬৯৭	১৭,০০,৫৯০
উৎসব	১৫,২১৪	৩০,৮৭৯	৩,৬৩৮
সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৪১,৩১৮	৮৬,৯০২	৩৮,৯৪৫
ফোনকল/ক্ষুদেবার্তা প্রদানে ব্যয়	৬১৬	২,০০৮	২৪,১৬৯
নির্বাচনি ক্যাম্প পরিচালনা ব্যয়	৩,৪৮৭	২৯,৮০৯	১১,৫৬,১৭৫
ফেস্টুন	১,৩০,৭৫০	১১,১২৫	১,৭০,৬৫৮
অন্যান্য	২,৪২,৪১৬	২,৮০,৯০৫	৭,৪৫,৮৫১

পরিশিষ্ট ৩: গবেষণার নমুনায়ন

ক্রম	নির্দেশক	পি-ভ্যালু (p value)	নমুনা (নির্বাচনি আসন)
	ব্যয়সীমার ভিত্তিতে		
১	প্রার্থীর নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয়	০.৬৬	৬৭
	নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়মের ভিত্তিতে		
১	নির্বাচনের দিনের সংঘটিত অনিয়ম - ভোট ক্রয় (সর্বোনিম্ন)	০.৩৯	৭০
২	বিধি লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা	০.৮৫	৪২
৩	সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত না করা	০.৮৫	৪২
৪	তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা	০.৭৭	৫৫
৫	প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	০.৭৫	৬৪
৬	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ	০.৬৫	৬৮
৭	সংবাদিক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাধা প্রদান	০.৬১	৭০
৮	ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	০.৫৫	৭২
৯	বুথ দখল, প্রকাশ্যে সিল মারা, জাল ভোট প্রদান	০.৫১	৭৩
১০	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত না করা	০.৫১	৭৩
১১	প্রতিপক্ষের ভোটারদের হুমকি বা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া	০.৪৯	৭২
১২	ভোট গণনায় জালিয়াতি	০.৪৩	৭২
	নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘন		
১	দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	০.৬৬	৬৭
২	জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহন সহকারে মিছিল,মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি)	০.৬০	৭১
৩	দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	০.৩৬	৬৮
৪	সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন	০.১৫	৪২
৫	পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	০.৫৪	৭২
৬	ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	০.৫৩	৭৩
৭	মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	০.৪৮	৭৩
৮	মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	০.৩৯	৭০
৯	যেকোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো	০.৩৪	৬৭
১০	পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি	০.৩২	৬৫
১১	প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটির বেশি ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	০.৩১	৬৪
১২	ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	০.২৮	৬১
১৩	৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	০.২৮	৬১
১৪	প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	০.২১	৫২
১৫	গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	০.২১	৫২
১৬	প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	০.১৯	৪৯

ক্রম	নির্দেশক	পি-ভ্যালু (p value)	নমুনা (নির্বাচনি আসন)
১৭	নির্বাচনের আগে কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	০.১৭	৪৬
১৮	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনি প্রতীক	০.১৭	৪৬
১৯	ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে বক্তব্য প্রদান	০.১৭	৪৬
২০	প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা প্রচারাভিযানে বাধা	০.১৭	৪৬